জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ফের চক্রান্ত

রাতের অন্ধকারে পিএইচএ-র একাধিক পোস্টার ছেঁড়া হল আরজি কর হাসপাতালে। ডাঃ শশী পাঁজার প্রশ্ন, ব্যানারটি কোথায় গেল? এই আক্রোশ কেন? এর প্রতিবাদ হবে

তাপমাত্রা বৃদ্ধি

শীতের বিদায়ের প্রস্তুতি শুরু। আজ থেকেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে, কুয়াশার দাপট অব্যাহত থাকবে। বৃহস্পতিবার থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২-৪ ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি

এসএসসি ২৬,০০০ চাকরি মামলা জাজমেন্ট রিজার্ভ সুপ্রিম কোর্টের

শপথবাক্য পাঠ করিয়ে নির্বিঘ্নে মাধ্যমিক শুরু

বর্ষ - ২০, সংখ্যা ২৬৫ ● ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ● ২৮ মাঘ ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 20, Issue - 265 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 11 FEBRUARY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ছাব্বিশেও বিরাট জয় জানিয়ে দিলেন নেত্রী

দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন পাবে দল ■ দিল্লি-হরিয়ানায় ভোট ভাগের দায় কং-আপের

প্রতিবেদন : ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসন নিয়ে বাংলায় আবারও ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার, বিধানসভায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে আত্মবিশ্বাসী ঘোষণা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একই সঙ্গে তাঁর বার্তা, বাংলায় তৃণমূলের কারও প্রয়োজন নেই। এখানে একা লড়েই ফের ক্ষমতায় আসবে দল। এখন থেকেই মানুষের কাছে গিয়ে আরও বেশি করে তাঁদের সুখ-দুঃখের শরিক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এই বৈঠকে। সোমবার থেকেই শুরু হল রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। তার আগে বিধানসভায় নৌশর আলি কক্ষে তৃণমূলের পরিষদীয় দলের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বৈঠকে পরিষদীয় দলকে একাধিক বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন নেত্রী। এই বৈঠকে ঢোকার মুখেই প্রত্যেক বিধায়ককে নেত্রীর লেখা লিপিবদ্ধ কিছু কথা বইটি দেওয়া হয়। এটি এবারের বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের এখনও একবছর বাকি। তার আগেই

সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী।

পরিষদীয় দলের বৈঠকে নেত্রীর এই আত্মবিশ্বাসী ঘোষণা নিশ্চিতভাবে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের মনোবল বাড়িয়ে তুলবে। বিরোধীদের কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়বে না তৃণমূল কংগ্রেস। সদ্য দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, এই ফলাফল আমাদের এখানে প্রভাব ফেলবে না। কারণ, দিল্লি আর বাংলা এক নয়। এখানে তৃণমূল কংগ্রেস ছিল, আছে, থাকবে। দিল্লিতে আপের হারা নিয়ে তিনি বলেন, হরিয়ানাতে কংগ্রেসকে আপ সহযোগিতা করলে এবং দিল্লিতে আপকে কংগ্রেস সহযোগিতা করলে, কংগ্রেস ও আপের পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকলে এই ফলাফল হত না। তবে বিজেপিকে আটকানোর জন্য আপ-কংগ্রেসের সমঝোতা করে নির্বাচনে যাওয়া উচিত ছিল। বাংলার নির্বাচনী প্রসঙ্গ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এখানে কংগ্রেসের কিছু নেই। তৃণমূল কংগ্রেস একাই লড়বে। রাজ্য সরকারের প্রধান মুখ হিসেবে রাজ্যবাসীর (এরপর ১২ পাতায়)

বিধায়কদের নির্দেশ নেত্রীর

সাংগঠনিক পদে পরিবর্তন চাইলে তিনটি করে নাম দিন

প্রতিবেদন : দলের যেসব বিধায়ক নিজেদের এলাকায় ব্লক ও আঞ্চলিক স্তরে কমিটি পরিবর্তন চান, তাঁরা নামের তালিকা পাঠিয়ে দিন অরূপ বিশ্বাসের কাছে। ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই তালিকা পাঠাতে হবে। এক-একজন বিধায়ক কমিটির জন্য ৩টি করে নাম পাঠাবেন। সোমবার বিধানসভায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে এই নির্দেশ দিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে নেত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তালিকা জমা পড়লে তিনিই দেখে নেবেন। আগামী

বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই কার্যত দলকে মাঠে নেমে পড়তে হবে বলে জানিয়ে দেন নেত্রী। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ— দলের বিধায়কদের উদ্দেশে তিনি বলেন আরও বেশি করে মানুষের কাছে যেতে, জনসংযোগ করতে। অন্যায় করে থাকলে মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। এদিন দলীয় বিধায়কদের সতর্ক করে তিনি বলেন, বিজেপি ভোটে জেতার জন্য ভিন রাজ্যের ভোটারদের ভোটার তালিকায় নাম তুলবে। তাই সতর্ক থাকতে হবে সবাইকে। এদিনের বৈঠকে মালদহ, (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

পৃথিবীর ক্যালেন্ডার

পৃথিবীর ক্যালেন্ডারে কি আধুনিকতার জঞ্জাল?
তাই যদি, তাহলে মলমাস কেন, লিপইয়ার কেন?
দিন বদলেছে, রাত বদলেছে
শহর বদলেছে, গ্রাম বদলেছে
মান বদলেছে, পরিমাণ বদলেছে
তাহলে সঠিক অর্থে পরিবর্তনের পটভূমিকা থমকে আছে কেন?
পৃথিবী যদি এতই আধুনিক হয়
তাহলে পৃথিবীর ক্যালেন্ডারে এত গোঁজামিল কেন
পরিবর্তন তো আধুনিকতার আলোকে উদ্ভাসিত পথ
তবে এই গোঁজামিলে দাও টেনে খিল
উদ্ভাসিত হোক নতুন সভ্যতা
নিয়ে আসুক পরিবর্তনের বারতা
নাসায় উদ্ভাসিত হোক তার নিজস্ব ক্যালেন্ডার
আমাদের জন্য হোক আবহাওয়ার সঙ্গে মানানসই
বাস্তবতার ক্যালেন্ডার।।

মৈপীঠে বনকর্মীর উপর হামলা বাঘের, কামড় ঘাড়ে

প্রতিবেদন : বাঘ তাড়াতে গিয়ে ভয়ঙ্কর-কাণ্ড। বনকর্মীর ঘাড়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘ! বাঘে-মানুষের তুমুল লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল মৈপীঠ। সুন্দরবন-লাগোয়া মৈপীঠে প্রায়শই লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে বাঘ। এলাকায় সেই আতঙ্ক তো ছিলই। কিন্তু সোমবার সকালে যে ঘটনা ঘটল, তা ভয়াবহ। রবিবার রাতে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এদিন সকালে কিশোরীমোহনপুর গ্রামে বনকর্মীরা যান বাঘ তাড়াতে। তখনই ঘটে বিপত্তি। বনকর্মীদের উপর অতর্কিত হামলা চালায় বাঘটি। এক বনকর্মীর ঘাড়ে কামড় বসিয়ে দেয়। তখন অন্য বনকর্মীরা লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আঘাত করে। কার্যত বাঘে-মানুষে শুরু হয়ে যায় তুমুল লড়াই। গুরুতর অবস্থায় কোনওমতে বাঘের মুখ থেকে বনকর্মীকে উদ্ধার করেন তাঁরা। গুরুতর জখম বনকর্মীকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। রবিবার রাতেই বাঘের লোকালয়ে ঢোকার খবর পেয়ে জাল দিয়ে গ্রাম ঘিরে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু সোমবার সকালে নগেনাবাদে (এরপর ১০ পাতায়)

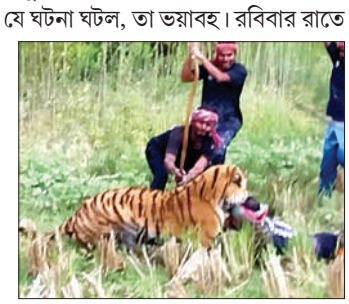

২০ ফেব্রুয়ারি নয়া হাসপাতালের শিলান্যাসে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি নিউটাউনে একটি ১১০০ বেডের হাসপাতালের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই হাসপাতালটির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দেবী শেঠি। নিশ্চিতভাবে রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই হাসপাতাল ও তার চিকিৎসা পরিষেবা নয়া দিশা দেখাবে। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এ-রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ৯,৬৯৮ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। (এরপর ১০ পাতায়)

কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদ

কন্যাশ্রী-লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রশংসা করলেন রাজ্যপাল

প্রতিবেদন : বাণিজ্য সম্মেলনের সাফল্য থেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বাজেট অধিবেশনের সূচনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। একইসঙ্গে তিনি এদিন সরব হন কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়েও।

রীতিমাফিক রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের সূচনা হল সোমবার। রাজ্যপাল নিজের দীর্ঘ ভাষণের বেশ কিছুটা বাংলায় পাঠ করেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সাফল্যের কথা তুলে ধরেন তিনি। রাজ্যপাল জানান, মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বিগত ১৩ বছরে রাজ্যে অর্থনৈতিক বিকাশ ও অন্যান্য আর্থিক মাপকাঠির নিরিখে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০১০-২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের জিএসডিপি ছিল ৪.৬১ (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
11 February, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৮০ রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০)

এদিন প্রয়াত হন। ইতিহাসবিদ। ১৯১৪-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ সালে পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের ওপর অনেক কাজ করেছেন।

১৯৬২ সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) এদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তীব্র অথচ হাস্যরসাত্মক সমালোচনার মাধ্যমে তিনি সমকালীন সাহিত্যকর্মকাণ্ডে বিশেষ প্রাণসঞ্চার করছিলেন। ১৯৪৬-তে প্রকাশিত সজনীকান্ত বিরচিত 'বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম যুগ' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান সংযোজন।

১৮৮২ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। 'ছন্দের জাদুকর' রূপে বিখ্যাত। ভারতী পত্রিকাগোষ্ঠীর অন্যতম বিশিষ্ট কবি। প্রথম জীবনে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রমুখের দ্বারা প্রভাবিত হন। পরে রবীন্দ্রানুসারী হলেও তিনি কবি-স্বভাবে হয়ে ওঠেন স্বতন্ত্র। তিনি নানাবিধ ছন্দনির্মাণ ও ছন্দ-উদ্ভাবনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বাংলা ভাষার নিজস্ব বাগ্‌ধারা ও ধ্বনি সহযোগে নতুন ছন্দসৃষ্টি তাঁর কবিপ্রতিভার মৌলিক কীর্তি। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলি : 'সবিতা', 'সন্ধিক্ষণ', 'বেণু ও বীণা', 'হোম শিখা', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন', 'অভ্র-আবীর', 'হসন্তিকা', 'বেলা শেষের গান', 'বিদায়-আরতি', 'কাব্যসঞ্চয়ন', 'শিশু-কবিতা' ইত্যাদি।

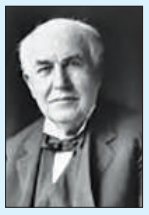

১৮৪৭ টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ছোট থেকেই অন্বুসন্ধিৎসু মন থাকলেও বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের মতো তিনিও অঙ্কে নিতান্ত কাঁচা ছিলেন। ভাল লাগার বিষয় ছিল বিজ্ঞান, বিশেষ করে রসায়ন। সারাজীবনে মোট ১৪০০ যন্ত্রের জন্য পেটেন্ট নিয়েছেন।

১৯৭৪ সৈয়দ মুজতবা আলি (১৯০৪-১৯৭৪) প্রয়াত হন। 'অত কথায় কাজ কি, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছি, পৃথিবী একডাকে তাকে চেনে— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী...' কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলি। পাণ্ডিত্য আর হৃদয়বেত্তার সঠিক আনুপাতিক মিশেলে যিনি হাস্যরসকে বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, কিছুটা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী, বর্ণময় এই মানুষটির জীবন পুরোপুরি রবীন্দ্ররসে জারিত ছিল। তাঁর কাবুলযাত্রার বিবরণ 'দেশে বিদেশে' পড়ে মানসভ্রমণ করেননি এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই বইটির মাধ্যমেই সৈয়দ মুজতবা আলি বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন।

১৯৪৪ বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (১৯৪৪-২০২১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। চিত্র পরিচালক। 'স্বপ্নের দিন' ও 'উত্তরা' ছবির জন্য পরিচালক হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। এ-ছাড়া তাঁর ৫টি ছবি সেরা ছবির শিরোপা পেয়েছিল জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রতিযোগিতায়। বাংলার সেরা ফিচার ফিল্মের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে তাঁর আরও দু'টি ছবি— 'দূরত্ব' এবং 'তাহাদের কথা'। চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও তাঁর চলাচল ছিল সাহিত্য জগতেও। কবি বুদ্ধদেবের কলমে উঠে এসেছে একাধিক কবিতা, যা নিয়ে আজও চর্চা হয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রোবটের গান', 'ছাতা কাহিনি', 'গভীর আড়ালে' ইত্যাদি।

১৮৬১ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বদেশি আন্দোলনের কট্টরপন্থী নেতা, বাগ্মী, পণ্ডিত, 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক। পিতৃদত্ত নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের নেওয়া নতুন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নামেই পরিচিত হন। ঘুরে বেড়ান সিন্ধু প্রদেশ, হায়দরাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে। ক্যাথলিকদের মুখপত্র 'সোফিয়া' পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব প্রথম রবীন্দ্রনাথকে 'বিশ্বকবি' ('World-Poet') আখ্যা দেন। সারা জীবন বিতর্ক বয়ে বেড়ানো এমন এক বর্ণময় চরিত্রের মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথও কম আকর্ষণ অনুভব করেননি। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে ব্রহ্মবান্ধবের ছায়া তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

১৫৫৬ সম্রাট আকবর এদিন বাবা হুমায়ুনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৩ বছর। এসময় আকবরের অভিভাবক ছিলেন বৈরাম খান।

পার্টির কর্মসূচি

প্রতি বছরের মতো এ-বছরও বৈদ্যবাটি পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের সকল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে শুভেচ্ছা জানানো হল এবং তাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিনামূল্যে টোটো পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন পুরপারিষদ সুবীর ঘোষ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১২৯১

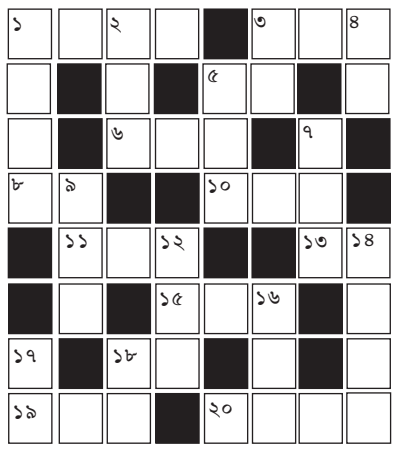

পাশাপাশি : ১. কঠিন পরিশ্রমের কাজ ৩. উপহার, ভেট ৫. আংশিক ৬. রেলপথ ৮. গাছ, বৃক্ষ ১০. শবাধার ১১. শোভন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমাণ ১৩. পূজা-অর্চনা ১৫. আলতো ১৮. উপমাতা, ধাত্রী ১৯. যাপন ২০. বস্ত্রপ্রান্ত, অঞ্চল।

উপর-নিচ : ১. উক্ত ২. বিপদ, সংকট ৩. যজ্ঞ ৪. বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ধন ৫. মৃদঙ্গ ৭. বনে উৎপন্ন ৯. কায়দা-কানুন ১২. তৃতীয় ব্যক্তি ১৪. ক্লান্ত ১৬. বাণ, তির ১৭. (আল.) বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা ১৮. স্তর।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১২৯০ : পাশাপাশি : ২. মাশুক ৪. কায়েত ৬. আয় ৭. পরিবপন ৮. দাহন ১০. আনন ১২. সংবরণ ১৩. বীর ১৪. বলন ১৬. লঙ্কেশ। **উপর-নিচ :** ১. নেয়ে ২. মায়াবসান ৩. কলন ৪. কায়দা ৫. তপন ৯. হরিবংশ ১০. আণব ১১. নবীন ১২. সচল ১৫. লক্ষ্মী।

১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮৫৭৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮৬২০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮১৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৯৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৯৫৯০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.৫৯	৮৬.৯৭
ইউরো	৯২.১২	৮৯.৯৬
পাউন্ড	১১০.০১	১০৭.৯৯

নজরকাড়া ইনস্টা

■ অঙ্কিতা ভট্টাচার্য

■ মনামি ঘোষ

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

11 February, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মঙ্গলবার

ডানকুনির পুরপ্রধান হাসিনা শবনমের উদ্যোগে পরীক্ষার্থীর পাশে পুলিশ

জাগোবাংলা স্টলই সেরা বইমেলায়, খুশি মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : সদ্যসমাপ্ত ৪৮তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় জাগোবাংলা স্টল থিমের নিরিখে সেরার সেরা পুরস্কার পেয়েছে। এই খবরে যার পর নাই খুশি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের এই উচ্ছ্বাস লুকিয়ে রাখেননি তিনি। সোমবার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন শুরুর দিন সাংবাদিকদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় জাগোবাংলার স্টলের বিষয়টি উত্থাপন করে তিনি বলেন, আমি খুশি জাগোবাংলা প্রথম হয়েছে। উল্লেখ্য, এবারে জাগোবাংলার থিম তৈরি করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। সেখানে মাটির বাড়ি, একটি বিরাট অর্জুন গাছ রাখা হয়েছিল, তার সঙ্গে ছিল কুলুঙ্গি। এছাড়াও বাঁকুড়ার ডোকরার মূর্তি দিয়ে সাজানো হয়েছিল স্টল। সব মিলিয়ে একটি গ্রাম্য পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, যা যথেষ্ট পছন্দ হয়েছে বইমেলায় আসা কয়েক লক্ষ মানুষের। বইমেলার ক'টা দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জাগোবাংলা স্টলে ভিড় উপচে পড়ে। সেই সঙ্গে লেখক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইয়ের চাহিদা ছিল তুঙ্গে। বিশেষ করে দু'ব্যাগ মমতা এবং তাঁর নতুন তিনটি বইয়ের কাটতি ছিল ব্যাপক। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে মেলার শেষদিনেও প্রকাশকের ঘর থেকে কয়েক বস্তা বই আনাতে হয়েছিল। সেরার সেরা লেখকের তালিকায় অবশ্যই প্রথম নামটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

নজরুলের কবিতা থেকেই 'জয় বাংলা' স্লোগান : নেত্রী

প্রতিবেদন : কারও কাছ থেকে ধার করে আমরা জয় বাংলা স্লোগান দিই না। সোমবার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের শেষে সাফ জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জয় বাংলা' শব্দটি তিনি কোথা থেকে নিয়েছেন তা সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন তিনি। জানালেন কবি নজরুল ইসলামের কবিতা থেকে তিনি নিয়েছিলেন জয় বাংলা শব্দবন্ধটি। এদিন বাজেট অধিবেশনের নিয়মমাফিক আনুষ্ঠানিকতা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় অংশ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই জয় বাংলা স্লোগানের প্রসঙ্গ ওঠে। তখনই তিনি জানিয়ে দেন জয় বাংলা স্লোগানটি তিনি কোথা থেকে নিয়েছেন। জয় বাংলা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, তাঁর লেখা শব্দবন্ধ নিয়ে কে কী করবে আমি জানি না। বাংলা তথা বাঙালির গর্ব প্রকাশ করার জন্যই আমরা এই জয় বাংলা স্লোগান দিই। তারপরই বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে রাজ্যপালের ভাষণের পর তৃণমূল বিধায়করা জয় বাংলা স্লোগানে মুখরিত হন।

ফোনে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্যের খোঁজ মুখ্যমন্ত্রীর

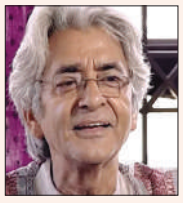

প্রতিবেদন : 'আমি বাংলায় গান গাই' খ্যাত সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুরে বিধানসভা থেকেই ফোনে খোঁজ খবর নেন তিনি। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই অসুস্থতা নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি। এই মুহূর্তে রয়েছেন আইটিইউতে। শিল্পীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং ইন্দ্রনীল সেনকে নির্দেশ দিয়েছেন হাসপাতালে গিয়ে শিল্পীর খোঁজখবর নেওয়ার। যেহেতু আইটিইউতে রয়েছেন অসুস্থ শিল্পী তাই তাঁদের সেখানে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগেও একবার যখন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন প্রতুল, তখন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই গিয়েছিলেন শিল্পীকে দেখতে। এবার নিজে যেতে না পারলেও তাঁর দুই মন্ত্রীকে পাঠাচ্ছেন।

আরজি করে ছেঁড়া হল পিএইচএ-র ফ্লেক্স

সিসিটিভি ফুটেজ দেখার দাবি শশীর

■ পিএইচএ-র সভাপতি ডাঃ শশী পাঁজা। ডানদিকে, সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

প্রতিবেদন: রাতের অন্ধকারে আরজি কর হাসপাতাল থেকে পিএইচএ বা প্রোগ্রেসিভ হেল্থ অ্যাসোসিয়েশনের ফ্লেক্স সরিয়ে দেওয়া হল। কয়েকটি ফ্লেক্স ছেঁড়া হল। সোমবার এমনই অভিযোগ করলেন সংগঠনের সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শশী পাঁজা বলেন, কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে এই কাজ করেছে তা তদন্ত করে দেখার দাবি জানাচ্ছি। হাসপাতালে মোট ৭টি ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছিল। রবিবার রাতের পর দেখা যায় কয়েকটি ফ্লেক্স উধাও। দু'একটি ছেঁড়া। তাঁর অভিযোগ, ব্যানারগুলো কোথায় গেল? এত আক্রোশ কেন? এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সাতটি জায়গার মধ্যে পিজেবি যে বিল্ডিংটি রয়েছে সেখানে, ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের মূর্তির জায়গায়, ট্রমা কেয়ার সেন্টার-সহ একাধিক জায়গা থেকে ফ্লেক্স সরানো হয়েছে। বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, হেল্থ, প্রিন্সিপাল আরজি কর, ডিসি (নর্থ), টালা পার্ক থানা, রাজ্য সরকারের গ্রিভান্স রিড্রেসাল কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ সৌরভ দত্তকে মেল করে জানানো হয়েছে। আমরা ওই সময় হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ চাই। কারা এ-কাজ করেছে জানতে চাই। বর্তমান আন্দোলনকারীদের কাজ কি পিএইচএ-র ব্যানার সরিয়ে দেওয়া? গোটা ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে বলেই তাঁর অভিযোগ। যাঁরা এই কাজ করেছে তাঁদের উদ্দেশ্যে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে শশী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের উন্নয়ন করবেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার চেষ্টা করবেন, উল্টোদিকে সরকারি হাসপাতাল থেকে মানুষ ফিরে যাবেন, বঞ্চিত হবেন, এসব বরদাস্ত করা হবে না।

তাঁর নির্দেশে এদিন সংগঠনের সম্পাদক ডাঃ করবী বড়াল ও পাঁচ চিকিৎসকের এক প্রতিনিধি দল আরজি করে গিয়ে প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করেন। বৈঠকে অভিযোগ জানিয়ে তদন্তের দাবি জানান তাঁরা। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ডাঃ অতনু বিশ্বাস, ডাঃ সৌরভকুমার দাস, ডাঃ প্রণয় মাইতি, ডাঃ শ্রীশ চক্রবর্তী, ডাঃ রমিজ আহমেদ। এঁরা সবাই আরজি কর হাসপাতালে কর্মরত। বেরিয়ে ডাঃ করবী বড়াল বলেন, আমরা নতুন একটি সংগঠন। সম্প্রতি আমাদের যে কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা আমরা প্রচার করছি। স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী এই ফ্লেক্স অনুমোদন করেছেন। রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজেই এই ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছে। আরজি কর কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই এখানে ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছিল। কিন্তু কেন কারা এটা খুলল জানি না। আমরা এর প্রতিবাদ করছি। আমরাই এখন থ্রেট কালচারের শিকার। দেখা দরকার কারা রয়েছে এর নেপথ্যে। গরিব মানুষ যাতে আরও ভাল চিকিৎসা পায়, সেটা নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

যাত্রী সুবিধায় নজর, এক ছাতার তলায় পরিবহণ, পুলিশ ও পুরসভা

প্রতিবেদন : শহর কলকাতার রাস্তায় যাত্রী সুবিধায় জোর। একসঙ্গে হাত মিলিয়েছে পরিবহণ দফতর, পুরসভা ও পুলিশ। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরিবহণের তথ্যের জন্য এলইডি ডিসপ্লে বোর্ড বসবে শহরের সব যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে। ভোল পাল্টাবে শহরের সমস্ত যাত্রী প্রতীক্ষালয়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের সংখ্যাও বাড়বে। সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করবে পুরসভা আর নিরাপত্তার বিষয়টি দেখবে পুলিশ। এই নিয়ে সোমবার কলকাতা পুরভবনে বিশেষ বৈঠকও বসে।

কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বৈঠক করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। বৈঠক শেষে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, কলকাতা, বিধাননগর এবং হাওড়া পুরসভা এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে চালু হবে রিয়েল টাইম ডিসপ্লে বোর্ড। বাস স্টপেজে এবার রিয়েল টাইম পরিবহণ তথ্য মিলবে। এর ফলে যাত্রীদের সুবিধা হবে।

ফের মেট্রোয় আত্মহত্যার চেষ্টা যাত্রীর

প্রতিবেদন : সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ৫৬ মিনিট নাগাদ এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে আত্মহত্যার চেষ্টা। তৃতীয় লাইনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় সঙ্গে সঙ্গে। উদ্ধার করা হয় ওই ব্যক্তিকে। এই ঘটনার জেরে স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাহত হয় পরিষেবা। অফিসফেরত যাত্রীরা সমস্যায় পড়েন। যদিও ময়দান থেকে কবি সুভাষ এবং সেন্ট্রাল থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। সর্বশেষ খবর, সমস্যা মিটিয়েই রাতে ফের স্বাভাবিক হয়েছে মেট্রো চলাচল। কিন্তু ট্রেন বন্ধ থাকায় যাত্রীদের সমস্যা বেড়েছে। এর আগেও একাধিকবার মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। আর এরপরই প্রশ্নের মুখে পড়ছে মেট্রোর নিরাপত্তা ও নজরদারির বিষয়টি। যাত্রীদের মতে, মেট্রোর নজরদারির অভাবেই এই ঘটনা ঘটছে বারবার। কিন্তু কর্তৃপক্ষ উদাসীন। কোনও ঘটনাতেই তাদের টনক নড়ছে না। এর ফলে নাজেহাল হচ্ছেন মেট্রোর নিত্যযাত্রীরা।

অন্যায়ভাবে আড়াই বছর আটকে রাখা হয়েছিল জ্যোতিপ্রিয়কে : নেত্রী

প্রতিবেদন : শুধু রাজনৈতিক কারণে অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হয়েছিল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। সোমবার বিধানসভায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পাশে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, বালুকে জোর করে আটকে রাখা হয়েছিল। ওর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আদালত তো বলেছে, কোনও প্রমাণ নেই। শুধু রাজনৈতিক কারণে ওকে আড়াই বছর আটকে রাখল। নেত্রী বলেন, বালু বাম আমলের এক কোটি ভুয়ো রেশন কার্ড উদ্ধার করেছে। ওকে আবার আবার আটকে রেখেছে! তিনি বুঝিয়ে দিলেন প্রতিহিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে তৃণমূল কংগ্রেস।

আড়াই বছর বাদে সোমবার নেত্রীর মুখোমুখি হন জ্যোতিপ্রিয়। পরিষদীয় দলের বৈঠকে তাঁকে দেখে নেত্রী বাকিদের এই বার্তাই দিলেন, যদি কেউ কোনও অন্যায় না করে থাকে, তবে সর্বতোভাবে দল তার পাশে থাকবে। জামিনের পর এর আগে দু'দিন বিধানসভায় এসেছিলেন জ্যোতিপ্রিয়। নিজের বিধায়ক তহবিল এবং ব্যক্তিগত কিছু বিষয় নিয়ে বিধানসভার সংশ্লিষ্ট জায়গায় কথা বলে যান। সেই সময় কিছুটা সময় কাটিয়েছিলেন পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গেও। আর এদিন বাজেট অধিবেশনের শুরুর দিনই তৃণমূল পরিষদীয় দলের বৈঠকে নেত্রীর দরাজ সার্টিফিকেট পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই উৎফুল্ল জ্যোতিপ্রিয়।

সম্পাদকীয়

11 February, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রোডম্যাপ

ছাব্বিশের নির্বাচনের আগেই মুখ্যমন্ত্রীর দৃপ্ত ঘোষণা, পরের ভোটেও দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জিততে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের কারওর প্রয়োজন নেই। একা লড়েই আবার মানুষের ভোটে জিতে আসবে তৃণমূল। কিন্তু পরিষদীয় দলের বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কদের বলেছেন, প্রত্যেক প্রতিনিধিকে মানুষের সুখ-দুঃখের শরিক হতে হবে। মানুষের কাজ করার জন্যই কেউ বিধায়ক হয়েছেন, কেউ মন্ত্রী হয়েছেন। ফলে সেই লক্ষ্য থেকে কেউ যেন এতটুকু বিচ্যুত না হন। অন্যায় করে থাকলে মানুষের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। মানুষের প্রাপ্য তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। দলীয় নেতৃত্বকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ভোটার তালিকায় ভিন রাজ্যের ভোটারদের নাম তোলার চেষ্টা চালাবে বিজেপি। বিশেষত অন্য রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কদের সতর্ক করেছেন। কিছুটা কড়া বার্তা দিয়ে বলেছেন, অনেকে ভুল করে বারবার ক্ষমা চাইছে, চিঠি দিচ্ছে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে বারবার একই ভুলের জন্য আদৌ কি ক্ষমা করা যায়? মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের লক্ষ্য স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট তা বোঝা গিয়েছে। এ-প্রসঙ্গে কাজের নিরিখে ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের কাজের তিনি প্রশংসা করেন। তাঁকে মডেল করে প্রত্যেকের কাজ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন। দলে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও তা মিটিয়ে আগামী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ নেত্রীর। আগামী এক বছরের একটি রোডম্যাপ বিধায়কদের কাছে তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকরা এই মুহূর্তে জোটবদ্ধ। আর এই জোটবদ্ধ শক্তির কাছে বিরোধীরা যে হার মানতে চলেছে তা বাস্তবায়িত হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা।

e-mail থেকে চিঠি

আর কত দিন মিথ্যার বেসাতি চলবে?

বাজেট-ভাষণের প্রথমেই অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তাঁর লক্ষ্যগুলি জানিয়ে দিলেন— আর্থিক বৃদ্ধির হার দ্রুততর করা, সর্বজনীন উন্নয়নের পথে হাঁটা, বেসরকারি লগ্নিকে উৎসাহ দেওয়া, গৃহস্থালির মনোবল বৃদ্ধি এবং ভারতের উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যয়ক্ষমতা বৃদ্ধি। জানালেন, স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তির মধ্যে 'বিকশিত ভারত' প্রতিষ্ঠা হবে, যেখানে দারিদ্র নেমে আসবে শূন্যের স্তরে, সবার জন্য উচ্চমানের স্কুলশিক্ষার ব্যবস্থা হবে, সবার জন্য সুলভে উচ্চমানের স্বাস্থ্যব্যবস্থা থাকবে, দেশের শ্রমশক্তির ১০০ শতাংশই প্রশিক্ষিত ও দক্ষ হবে এবং তাঁদের জন্য অর্থপূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে, মহিলাদের ৭০% শ্রমশক্তিতে যোগ দেবেন, এবং কৃষকরা ভারতকে বিশ্বের খাদ্যভাণ্ডার করে তুলবেন। চমৎকার সব প্রতিশ্রুতি— তবে, যোগে মিলছে না। সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডিরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি)-এর পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে আট কোটির কাছাকাছি মানুষ আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছিলেন— তাঁদের মধ্যে চার কোটির সামান্য বেশি লোকের আয় ছিল বছরে পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি। ২০২৩-২৪'-এর পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে (পিএলএফএস)-র তথ্য অনুসারে, ভারতে মোট কর্মীর সংখ্যা ৬০ কোটি। অর্থাৎ, দেশের মোট শ্রমশক্তির ১০.৭৫% বছরে পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি উপার্জন করেন। অতএব, অর্থমন্ত্রী যাঁদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর কথা বলছেন, তাঁরা কোনও মতেই মধ্যবিত্ত নন, বরং আয়ের নিরিখে দেশের শীর্ষ ১০% পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। দেশের যে ৭০-৭৫% পরিবারের মাসিক আয় ১৫,০০০ টাকার কম, সরকারি সাহায্যের তাদের খুব প্রয়োজন— বিনামূল্যে ভাল মানের শিক্ষা; নিখরচায় চিকিৎসা; খাদ্যে ভর্তুকির জন্য মজবুত গণবণ্টন ব্যবস্থা, গ্রাম এবং শহর, উভয় ক্ষেত্রেই ন্যূনতম নিশ্চিত মজুরিতে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা; লিঙ্গবৈষম্য হ্রাসের জন্য জেন্ডার বাজেটিং-এর মতো বিভিন্ন গোত্রের সাহায্য। পেট্রলিয়াম-সহ বিভিন্ন পণ্যে পরোক্ষ করের হার কমালে দেশের সব মানুষের কাছেই সেই সুবিধা পৌঁছত। লকডাউনজনিত কারণে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে দেশের প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব, এই সময়কালে আর্থিক অসাম্য বেড়েছে তাৎপর্যপূর্ণ হারে। এই অবস্থায় পরোক্ষ কর তিলমাত্র না কমিয়ে আয়ের নিরিখে শীর্ষ দশ শতাংশকে কর ছাড় দিলে সেই অসাম্য আরও বাড়বে বই কমবে না। — **অর্ণব মুখোপাধ্যায়, জলবায়ু বিহার, বেলেঘাটা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মহাবিপর্যয়ের কুম্ভে

যত কাণ্ড কুম্ভমেলায়। কেন? উত্তর খুঁজলেন **দেবাশিস পাঠক**

রোজই কিছু না কিছু ঘটছে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ স্থলে। কোনও দিন তাঁবু পুড়ছে তো কোনও দিন বেলুনে ঝলসে যাচ্ছে মানুষ। কোনও দিন বিরাট জ্যাম জট তো কোনও দিন আবার পদপিষ্ট হয়ে লাশ হয়ে যাওয়ার ঘটনা!

প্রশ্ন উঠছে উত্তরপ্রদেশ সরকারের ভূমিকা নিয়ে। মহাকুম্ভে কোটি কোটি মানুষের ভিড় হবে, তা আগে থেকেই আন্দাজ করেছিল সরকার। মেলা শুরুর আগে থেকেই পুণ্যার্থীদের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন তত্ত্বও দিচ্ছিল যোগী আদিত্যনাথ সরকার। এমনকী, কোটি কোটি পুণ্যার্থীর 'নিশ্ছিদ্র সুরক্ষা' ব্যবস্থার দাবি করেছিল তারা, যাকে অভিহিত করা হয় এক নতুন শব্দবন্ধে— 'ওয়ার্ল্ড ক্লাস ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট'। কিন্তু তার পরও কেন বারবার 'অব্যবস্থা'র কারণে সমস্যায় পুণ্যার্থীরা?

আসলে মহাকুম্ভ ব্যাপারটাই মহাগোলমেলে। একেবারে গোড়া থেকেই।

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস-এর অধ্যাপক কামা ম্যাকলিয়ান থেকে শুরু করে মার্কিন মুলুকে কার্থেজ কলেজের হিন্দুতীর্থ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জেমস লকফেন্ড, এমনকী এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডি পি দুবে, সকলেই বলেছেন, প্রাচীন ভারতে গঙ্গাতীরে মেলা, উৎসব, পার্বণ পালনের ধারাটি অতি প্রাচীন, কিন্তু কুম্ভ, অর্ধকুম্ভ, মহাকুম্ভ, এসব পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে সেসবকে জুড়ে দেওয়াটি নেহাতই অর্বাচীন কালের বিষয়। প্রয়াগের মাঘী মেলাটির কুম্ভ কিংবা মহাকুম্ভ নামকরণও সেরকম। ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পুরোহিতদের কৃতকর্ম। কামা ম্যাকলিয়ান স্পষ্ট জানাচ্ছেন, ১৮৬০-এর আগে এমন কোনও প্রামাণ্য নথি তিনি পাননি, যেটাতে প্রতি ১২ বছর অন্তর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মেলাটিকে কুম্ভমেলা বলা হয়েছে। আর উজ্জয়িনীর মেলাটি তো অনেক পরের ঘটনা। আনুমানিক ১৭৪০ খ্রিঃ-এ গোয়ালিয়রের মারাঠা শাসক রণোজি শিন্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় এটির কুম্ভত্ব প্রাপ্তি। তার আগে সমুদ্রমন্থন, অমৃত আহরণ, এসব পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে এখানকার মেলার কোনও আত্মিক, ঐতিহাসিক কিংবা লোকায়ত যোগাযোগও ছিল না। কুম্ভ রাশির অবস্থানের সঙ্গে কুম্ভ মেলার যোগাযোগ, অধ্যাপক দুবের মতানুসারে, প্রথম স্থাপিত হয়েছিল হরিদ্বারের বৈশাখী মেলায়। সেখানে শৈব সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব বৈরাগী, উদাসী আখড়ার সাধুরা, এমনকী শিখ নির্মলরাও পুণ্যস্নান সারতে আসতেন। ১৭৬০-এর এরকমই একটা কুম্ভ মেলায়, হরিদ্বারে শৈব সন্ন্যাসী, অর্থাৎ নাগা সাধুরা, প্রায় ১৮ হাজার বিষ্ণুভক্ত বৈরাগীকে হত্যা করেন। সমসাময়িক ব্রিটিশ সরকারের নথিতে সেই সন্ন্যাসী সংঘর্ষের কথা উল্লিখিত।

এহেন একটি ধোঁয়াশাবৃত উৎসসমৃদ্ধ, অর্বাচীনকালে পুরাণের অমৃতত্বপ্রাপ্ত ধর্মীয় আচারকে একেবারে সনাতন ভারতীয়ত্বের অভ্রান্ত চিহ্ন হিসেবে বিপণন করা হল মোদি-যোগীর জমানায়, এবারের মহাকুম্ভে।

মহাকুম্ভে মহাপ্রচার। সেই প্রচারের ফলে মারাত্মক জনসমাবেশ। মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না এই লোকসমাগম। বরং কাঙ্ক্ষিত ছিল। পুণ্য সমারোহে রেকর্ড পরিমাণ রাজস্ব আদায়ে রাজ্য কোষাগার বিস্ফারিত হবে, এমন সম্ভাবনার দিকে চোখ রেখে আয়োজন করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

আর মাথায় ছিল অর্থলাভের অঙ্কে অন্তঃসলিলা হয়ে বিরাজ করবে ভোটের অঙ্ক। হিন্দু ভোটের ডিভিডেন্ড। ১৯৫৪-র পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার পর, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে একটা বিস্তারিত যান চলাচল নির্দেশিকা তৈরি হয়েছিল। সেইমতো ১৯৬৫-তে কুম্ভমেলায় ভিড় ও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়েছিল। নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় ভিড় জমতে দেওয়া হয়নি। ভিআইপি বা ভিভিআইপি-দের অকারণে

যেখানে সেখানে গাড়ি নিয়ে কিংবা গাড়ি ছাড়াই ঢুকে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল কঠোরভাবে। পুণ্যার্থীদের স্নান করতে যাওয়ার এবং স্নান সেরে আসার রাস্তা সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা রাখা হয়েছিল।

১৯৮৯-র কুম্ভমেলা সামলেছিলেন যিনি সেই অবসরপ্রাপ্ত ১৯৭৫-এর ব্যাচের আইপিএস অফিসার বিভূতিনারায়ণ রাই সংবাদমাধ্যমকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ওসবের কোনও বালাই ছিল না এবছর। ভিআইপি আর ভিভিআইপি-র দল যেখানে সেখানে ঢুকে ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়েছেন। কুম্ভের মেলাস্থলে স্নানের জন্য আটটি স্থায়ী ঘাট আছে। আরও ৩৩টি ঘাটে স্নানের ব্যবস্থা রেখেছিল রাজ্য প্রশাসন। কিন্তু মেলায় উপস্থিত পুণ্যার্থীদের সেসব দিকে চালিত করার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ফলে সঙ্গমে অভূতপূর্ব ভিড় বেড়েছিল। জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, তাঁরা যখন অমৃত স্নান সেরেছেন, তখনও তাঁরা পদপিষ্ট হয়ে মমান্তিক মৃত্যুর বিষয়ে বিন্দুবিসর্গ জানতেন না। তাঁদের জানানো হয়নি। সাধুদের স্নান শেষ হওয়ার পর সরকারের তরফে বিষয়টা প্রকাশ্যে আনা হয়। এটাকে সরকারের তরফে স্পষ্ট 'প্রতারণা' বলছেন তিনি।

অর্থাৎ, গাফিলতি ছিল ব্যবস্থাপনায়। আগে থেকেই। আর ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে চলেছিল খবর চেপে দিয়ে 'সব কুছ ঠিক হ্যায়' দেখানোর অপরিসীম চেষ্টা। এজন্যই পদপিষ্টে মারা যাওয়ার জায়গা থেকে মাত্র ২ কিমি দূরে ঝুঁসিতে আরও মানুষ পায়ের চাপে মারা গিয়েছেন কি না, সেটা তদন্ত করে দেখার কথা ঘোষণা করতে করতে আরও দুদিন পেরিয়ে গেল! সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা ৩০-এই আটকে থাকল। অথচ, বেসরকারি নয়, রাজ্যের প্রশাসনে মৃত্যুর খতিয়ানে সংখ্যাটা ততদিনে বেড়ে ৪৮। আর তখনও কুম্ভের ডিআইজি বেচারা বলে চলেছেন, মৃতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ক'দিনের মধ্যে প্রকাশিত হবে!

এখানেই শেষ নয়।

চূড়ান্ত অব্যবস্থার সমান্তরালে প্রবাহমান অরাজকতা। আর সেই অরাজকতায় উদাসীন যোগী প্রশাসন। নির্বিকার। ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামতে হচ্ছে সুকান্ত মজুমদারদের। উত্তরপ্রদেশে মৃত বাঙালি পুণ্যার্থীদের ডেথ সার্টিফিকেট নাকি তাঁরা জোগাড় করে দেবেন!

এসবের মধ্যেও সক্রিয় ছিল স্থানীয় জনতার একাংশ। কারা তাঁরা? কী তাঁদের ধর্মপরিচয়?

গত বছর অক্টোবরে হিন্দু সাধুদের শীর্ষ সংঘ অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদ ঘোষণা করেছিল, কুম্ভমেলার পবিত্র ভূমিতে তাঁরা অহিন্দু, সনাতন ধর্মাবলম্বী নন এরকম মানুষজনদের ঢুকতে দেবেন না।

আর ২৯ জানুয়ারি রাত ফুরোবার আগেই দেখা গেল, আনওয়ার কমপ্লেক্সের দরজা দিয়ে হু হু করে লোক ঢুকছেন। একটু আগেই তাঁরা ছুটছিলেন সঙ্গমস্থলের দিকে। এখন বেরোতে চাইছেন হাইওয়ের দিকে। আর আনওয়ার কমপ্লেক্সের মহম্মদ আনাস এরকম প্রায় দেড় হাজার জনের রাতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। স্ট্যানলি রোডের আদিল হামজা আর তাঁর বন্ধু বান্ধবরা মানি ব্যাগ খোয়নো, দিশাহারা হিন্দু পুণ্যার্থীদের রেল স্টেশন আর বাসস্ট্যান্ডে নিখরচায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১৫টা গাড়ি রাস্তায় নামালেন, সেই রাতেই। ইয়াদগার-ই-হুসেনি ইন্টার কলেজের ব্যবস্থাপক মহম্মদ মেহান্দি কাজমি রক্তশূন্য সেইসব শ্রান্ত মানুষেরা যাতে দু-দণ্ড বিশ্রাম নিতে পারেন তার দেখভাল করছেন।

আর পুণ্যার্থীরা, দিশাহারা মানুষজন তখন দেখছে বালুয়াঘাটের দিককার রাস্তা বন্ধ ছিল। সেই রাস্তা পুলিশ খুলে দিয়েছে আয়কর দফতরের স্টিকার লাগানো গাড়ির ঢোকার জন্য। সহযাত্রীরা নিখোঁজ। তাঁদের খবর নিতে আর নিখোঁজ ডায়েরি করার জন্য থানায় থানায়, পুলিশ চৌকিতে চৌকিতে ঘুরপাক খেতে থাকা দেওরিয়ার দেবীশ গিরির মতো যুবকরা তখন পুলিশ কর্মীদের কাছে শুনছেন, এসব ডায়েরিটায়েরি করে কোনও লাভ নেই। মেলা শেষ হলেই থানার কাগজপত্রের ঠাঁই হবে গঙ্গার জলে।

প্রচার, অব্যবস্থা আর অতীত থেকে শিক্ষা না নেওয়ার ত্রিবেণী সঙ্গম হয়ে রইল এবারের মহাকুম্ভ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উলুবেড়িয়ার এক কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা মন্ত্রী পুলক রায়ের

পরীক্ষা কেন্দ্র জুড়ে কড়া নিরাপত্তা ■ তৎপর প্রশাসন থেকে পর্ষদ

নির্বিঘ্নেই কাটল মাধ্যমিকের প্রথম দিন

প্রতিবেদন : মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তৎপরতায় নির্বিঘ্নে কাটল প্রথম দিনের মাধ্যমিক পরীক্ষা। জঙ্গলমহল থেকে শহর কলকাতা, যখন যেখানে যে পরীক্ষার্থী সমস্যায় পড়েছে সেখানে ত্রাতার ভূমিকায় দেখা গিয়েছে প্রশাসনকে। পর্ষদের কড়া নজরদারি ও অত্যাধুনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রুখে দিয়েছে প্রশ্নফাঁসের মতো ঘটনাকে। হাতির আক্রমণপ্রবণ এলাকায় বন দফতর নিজেদের গাড়ি করে পৌঁছে দিয়েছে পরীক্ষার্থীদের। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় স্পেশাল বাসে পরীক্ষার্থীরা পৌঁছে গিয়েছেন পরীক্ষা কেন্দ্রে।

এদিন কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া প্রায় সবটাই স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ। মাইকেলনগরে একটি মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, দুই-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মোটের ওপরে রাজ্যে ভালভাবে প্রথম দিনের পরীক্ষা হয়েছে। কোথাও কোনও বড় ধরনের সমস্যা হয়নি। অশোকনগরে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার সময় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী-সহ একজন বাইক চালক আহত হন। তাঁদের অশোকনগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে পুলিশ ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের চেষ্টায় হাসপাতালে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় ওই দুই আহত ছাত্রীর।

আলিপুরদুয়ারে এক পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতর থেকে একটি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। কলকাতার একটি স্কুলে নকল অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে এক পরীক্ষার্থী প্রবেশ করেছিল। একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে বোনের জায়গায় দিদি পরীক্ষা দিতে এসেছিল। বালিতে স্মার্ট ওয়াচ-সহ ধরা পড়েছে এক পরীক্ষার্থী। সব স্কুলই যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে পরীক্ষার ব্যবস্থা পরিচালনা করেছে। ওই তিনজনের পরীক্ষা বাতিল করেছে পর্ষদ।

পর্ষদ সভাপতি জানান, শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পর্ষদের পক্ষ থেকে আমরা ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা করেছি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা দিতে যাতে কোথাও কোনও অসুবিধা না হয় সেসব ব্যবস্থা আমরা তৈরি রেখেছি। সঙ্গে রয়েছে আমাদের এমারজেন্সি রেসপন্স টিম। যেভাবে সুষ্ঠুভাবে প্রথম দিনের পরীক্ষা শেষ হয়েছে, আমি আশা করব সেভাবেই শেষদিন পর্যন্ত চলবে। কোনও সমস্যার খবর পেলে আমরা তৎক্ষণাৎ তার সমাধানের জন্য প্রস্তুত।

সফলভাবে প্রথম ভাষার পরীক্ষা শেষ হওয়ার জন্য তিনি রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশ-সহ পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সকলকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে।

■ হলে ঢোকার আগে সিট নম্বর খোঁজার পালা। ডানদিকে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন নগরপাল মনোজ ভার্মা। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগীরাজ্য থেকে ফেরার পথে হেনস্থা নাট্য দলকে

প্রতিবেদন : কেন্দ্রের সরকারের আমন্ত্রণে নাটক প্রদর্শনীতে যোগ দিতে গিয়েছিল দমদমের এক খ্যাতনামা নাট্যদল বিশ্বরূপম। কিন্তু সেখান থেকে ফেরার পথে বাংলার নাট্যদল হওয়ায় উত্তরপ্রদেশে চরম হেনস্থার শিকার হতে হল ওই নাট্য দলের সদস্যদের। প্রায় প্রাণ হাতে করে ভাষাবিদ্বেষীদের হাত থেকে ফিরে এসেছেন নাট্যকর্মীরা। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল। ঘটনার পরে বাড়ি ফিরেও সেই আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে খ্যাতনামা নাট্যদলের কর্মীদের। অভিযোগ, কেন্দ্র সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে আরপিএফ, কারওর সাহায্য পাননি তাঁরা। রাজ্যের মন্ত্রী তথা দমদমের বিধায়ক ব্রাত্য বসু বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন।

ভোপালে কেন্দ্র সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন ন্যাশানাল স্কুল অফ ড্রামার ভারত রঙ মহোৎসব ২০২৫-এ যোগ দিতে গিয়েছিল দমদমের বিশিষ্ট নাট্যদল বিশ্বরূপম। সম্পূর্ণ আমন্ত্রণমূলক যোগদান ছিল। অথচ ফেরার পথে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে যেভাবে প্রাণনাশের মুখে তাঁরা পড়েছিলেন, তার বর্ণনা করতে গিয়েও তাঁরা ভীত। নাট্যকর্মীরা জানাচ্ছেন, প্রয়াগরাজে সংরক্ষিত এসি কামরায় বহু মানুষ উঠে পড়েন। বসার জন্য আবেদন জানান। প্রায় সব সিটেই যাত্রীদের তুলে দিয়ে মহাকুম্ভ ফেরত যাত্রীদের বসার জায়গা করে দেন আরপিএফ কর্মীরাই, এমনই অভিযোগ। নাট্য কর্মীরা তার প্রতিবাদ করেন। তাঁদের ট্রেন সফরের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকই করেছিল। সেই পরিস্থিতিতে তাঁরা সংস্কৃতি মন্ত্রক ও তার আধিকারিকদের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাঁরা কোনও দায়িত্ব নিতে চাননি বলে অভিযোগ।

■ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের গোলাপ-মিষ্টি, জলের বোতল ও শিক্ষাসামগ্রী দিয়ে শুভেচ্ছা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ ও জেলা পরিষদ পূর্ত ও পরিবহণ কর্মাধ্যক্ষ তাপস মাইতির। হাওড়ার জগদীশপুর বালিকা বিদ্যালয়ে সোমবার।

তারাতলায় আগুন, ঘটনাস্থলে মেয়র

প্রতিবেদন : তারাতলার কেপিটি কলোনির পাশের বসতিতে আগুন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আগুনের উৎস জানা যায়নি। তবে দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে শীঘ্রই। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সোমবার সন্ধ্যা ৭টা বেজে ১৫ মিনিট নাগাদ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে গোটা বসতি। এরপরেই সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হতে শুরু করে। তবে দমকলের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। ফিরহাদ হাকিম জানান, কী থেকে আগুন জানা যায়নি। তবে গরিব মানুষদের ক্ষতি হয়ে গেল। তবে ঠিক কীভাবে লাগল আগুন তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

■ আগুন লাগার পর তারাতলার সিপিটি কলোনিতে ফিরহাদ হাকিম।

■ নির্বিঘ্নেই হয়ে গেল প্রথম দিনের মাধ্যমিক পরীক্ষা। ৫৮ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি অলককুমার খাটুয়ার নেতৃত্বে সকালে গোলাপ, পেন এবং জলের বোতল দিয়ে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানানো হল ওয়ার্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের।

■ বারাসত ১ নম্বর ব্লকের কাশিমপুর গোশালা নিয়ে বিশেষ বৈঠক। ছিলেন বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি, সহসভাপতি গিয়াসউদ্দিন, এসডিও সোমা দাস, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ আরসাদ উদ জামান, এসডিপিও, বিডিও, দত্তপুকুর থানার আইসি, জয়েন্ট বিডিও, পঞ্চায়েত প্রধান-সহ অন্যরা।

■ পুরসভার আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে নিয়ে সোমবার শৈলেন মান্না সরণির সৌন্দর্যায়নের কাজ পরিদর্শন করলেন হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী।

কলকাতা পুরভবনে এক যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখে আটক করল পুলিশ। তাকে নিউ মার্কেট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ধৃত বাংলাদেশি বলে জানা গিয়েছে

মোট আসন ৪৬ ■ তৃণমূল কংগ্রেস একাই ৩৭

বাদুড়িয়ার রামচন্দ্রপুর সমবায় সমিতিতে বিপুল জয় তৃণমূলের

সংবাদদাতা, বাদুড়িয়া : একের পর এক সমবায় তৃণমূলের দখলে। এবার বাদুড়িয়ার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ সমবায় লিমিটেডের নির্বাচনে বিপুল জয় পেল তৃণমূল কংগ্রেস। মোট ৪৬টি আসনের মধ্যে ৩৭টি আসন পেয়ে জয়লাভ করল তৃণমূল কংগ্রেস। এক সময় স্বরূপনগর বিধানসভার রামচন্দ্রপুর এলাকা, বাদুড়িয়ার একাংশ লাল দুর্গ বলে পরিচিত ছিলো। কিন্তু সেই এলাকায় সমবায় নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল জয় প্রমাণ করল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের উপরই ভরসা রাখছে বাংলার মানুষ। তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী প্রার্থীদের তরফে সম্বরণ মিস্ত্রি বলেন, এই জয় আমরা রাজ্যের মা মাটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্পণ করছি। ধন্যবাদ জানাই দক্ষ সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আমরা কৃষকরা মা মাটি মানুষের সরকারের কৃষক বন্ধুর মতন প্রকল্পে বিশেষ উপকৃত। এলাকায় খরা কিংবা বন্যা হলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে ফসল বিমার দ্বারা বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন, এরজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের সঙ্গে আছি।

■ জয়ের পর রামচন্দ্রপুর সমবায়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা।

পঞ্চায়েতেও জমি-বাড়ি কেনার পর বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে স্বমূল্যায়ন

প্রতিবেদন : এবার রাজ্যের পঞ্চায়েত এলাকাতেও জমি-বাড়ি কেনার পর রেজিস্ট্রেশনের সময়েই স্বমূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ওই সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশনের সময়ই ক্রেতাদের কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বমূল্যায়নের নোটিশ পৌঁছে যাবে। সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। নাহলে আইনি পদক্ষেপরও সংস্থান রাখা হচ্ছে। সম্পত্তি কর ফাঁকি বন্ধ করতেই পঞ্চায়েত দফতরের এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। পুরসভাগুলি এর পর পঞ্চায়েত এলাকায়ও এই নিয়ম লাগু হয়ে গেলে গোটা রাজ্যই সম্পত্তি কর স্বমূল্যায়নের আওতায় চলে আসবে।

যাঁরা জমি-বাড়ি আগেই কিনেছেন ও রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলেছেন, তাঁরা স্বমূল্যায়ন করে নিয়মিত সম্পত্তি কর মেটাচ্ছেন কি না, আগামী দিনে সেদিকেও নজর দেওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

সরকারি নথি অনুযায়ী, বর্তমানে রাজ্যে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ বাড়ি আছে। এই সংখ্যা আরও কিছুটা বাড়বে, কারণ এখনও কিছু গ্রামীণ এলাকায় সমীক্ষা বাকি রয়েছে। পঞ্চায়েত এলাকায় অনলাইনে সম্পত্তি কর জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর কেটে গিয়েছে প্রায় এক মাস। এই সময়কালে সম্পত্তি কর খাতে জমা পড়েছে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা।

সরকারি কর্তাদের আশা, রেজিস্ট্রেশনের সময় সম্পত্তি করের স্বমূল্যায়ন বাধ্যতামূলক হয়ে গেলে বছর দু'য়েক পর শুধু পঞ্চায়েত এলাকার সম্পত্তি কর খাতেই ৩০০ থেকে ৩৫০ কোটি টাকা ঢুকবে রাজ্যের কোষাগারে।

তৃণমূলের ব্যবস্থাপনায় কিন্নরদের সম্মেলন

সংবাদদাতা, বনগাঁ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকল ধর্ম, বর্ণের মানুষদের জন্য কাজ করে চলেছেন। তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবার কিন্নরদের সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার ভার তুলে নিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ। বনগাঁর অভিযান ক্লাব ময়দানে সর্বপ্রথম হয়ে গেল দু'দিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় কিন্নর সম্মেলন ২০২৫। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকেও প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনের পর এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁর পুরপ্রধান গোপাল শেঠ, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ-সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা এই উদ্যোগে অত্যন্ত খুশি।

■ সম্মেলনে প্রতিনিধিদের সঙ্গে গোপাল শেঠ, নারায়ণ ঘোষ প্রমুখ।

পাশে বিধায়ক

সংবাদদাতা, হাওড়া : সোমবার থেকে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক। তার আগে রবিবার হাওড়ার নিশ্চিন্দায় মাইক বাজিয়ে চলছিল রক্তদান শিবির। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে এলাকার বিধায়ক তথা হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কল্যাণ ঘোষের ধমকেই খোলা হল সেই মাইক। হাওড়ার নিশ্চিন্দার সাঁপুইপাড়া-বসুকাটি অঞ্চলে রবিবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই মাইক বাজানো হয় বলে অভিযোগ। বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ সেখানে গিয়ে উদ্যোক্তাদের ধমক দিয়ে মাইক খুলতে বলেন। বিধায়ক বলেন, রাজ্য সরকারের নিয়ম মেনেই এই কাজ করেছি।

■ মধ্যমগ্রাম এমএলএ কাপ ২০২৫। মধ্যমগ্রাম বসুনগর ফুটবল মাঠে ৮ দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, বারাসতের পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিকাশ পাঁজি, অ্যালভিটো ডি'কুনহা-সহ একাধিক কাউন্সিলর। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি টুর্নামেন্টের ফাইনাল।

এসএসসি মামলা, রায় স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন : অযোগ্যদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি যেতে পারে না। স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২৬,০০০ চাকরি মামলায় এদিন এমনটাই সওয়াল করলেন চাকরি হারানো প্রার্থীদের আইনজীবীরা। কিন্তু সব শুনে শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে দু'ঘণ্টা ধরে এই মামলার শুনানি হয়। এরপরে প্রধান বিচারপতি জানান, তাঁরা মামলার রায় রিজার্ভ করছেন। রাজ্যের ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় আসল তথ্য জানা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মামলার শুনানি শেষে এমনটাই পর্যবেক্ষণ প্রশ্ন বিচারপতির। সরকারের তরফে আইনজীবী জানান, এতজন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হলে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে।

চাকরি হারানো বিভিন্ন প্রার্থীর আইনজীবীরা তাঁদের সওয়ালে এদিন দাবি করেন, অযোগ্যদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি যেতে পারে না। স্কুল সার্ভিস কমিশনের অন্যান্য আইনজীবী। সুপ্রিম কোর্টেরই বিভিন্ন পুরনো মামলার রায় তুলে ধরে তাঁরা দাবি জানান, কিছু সংখ্যক দুর্নীতিগ্রস্তর জন্য পুরো প্যানেল বাতিল করা যায় না। ১৮ জন অন্ধ শিক্ষকের হয়ে সওয়াল

২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি

নিয়োগে ৫০০০ জনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়ে থাকলে সেই দুর্নীতিগ্রস্তদের খুঁজে বার করে যোগ্য ব্যক্তিদের চাকরিতে বহাল রাখা হোক, দাবি জানান তাঁরা। ৫০০০ দুর্নীতিগ্রস্তর জন্য ২৬০০০ লোকের চাকরি যেতে পারে না। এই প্রসঙ্গেই সংবিধানের ১৪, ২১ ধারার প্রসঙ্গ তুলে ধরে সওয়াল করেন অভিষেক মনু সিংভি, শ্যাম দিওয়ান, মানেকা গুরুস্বামী, রাকেশ দ্বিবেদী এবং করতে গিয়ে বর্ষীয়ান আইনজীবী এস মুরলীধর দাবি করেন, এই শিক্ষকরা দুর্নীতিগ্রস্ত না হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের চাকরি অন্যায়ভাবে বাতিল করা হয়েছে। যোগ্য-অযোগ্যদের বাছাই করা সম্ভব, এদিনের শুনানিতে ফের দাবি জানান স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে সওয়াল করা প্রবীণ আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত।

প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না সাফ জানান, যেখানে অরিজিনাল ওএমআর শিট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে সিবিআইয়ের এই দাবি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে এদিনের শুনানিতে প্রশ্ন তুলেছেন বর্ষীয়ান আইনজীবী দুষ্মন্ত দাভে, মানেকা গুরুস্বামী এবং পিএস পাটোয়ালিয়াও। কুণাল ঘোষ সাফ জানান, যারা যোগ্য তাদের একজনেরও যেন চাকরি না যায়। সিপিএম এবং বিরোধীরা চেষ্টা করছে যোগ্যদেরও চাকরি খেতে। এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত। বিকাশ ভট্টাচার্যরা চেষ্টা করছেন যোগ্যদের চাকরি বাতিল করতে। এসএলএসটি নিয়োগের ক্ষেত্রেও সিপিএম জট পাকিয়ে রেখেছে। এরা চাইছে ইস্যু তৈরি করে কর্মপ্রার্থীদের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলতে।

■ বারাসত ১ সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি গিয়াসউদ্দিনের উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্টে উপস্থিত খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বিধায়ক রবিউল ইসলাম, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি-সহ অন্যরা। ছোট জাগুলিয়ায়।

ভাগনিকে যৌনহেনস্থায় মামার জেল

সংবাদদাতা, বারাসত : নাবালিকা ভাগনিকে যৌনহেনস্থায় দোষী সাব্যস্ত মামাকে ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বারাসতের পকসো আদালত। কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও একবছর জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। দোষীর নাম প্রসেনজিৎ পাত্র। বাড়ি বারাসতের বরিশাল কলোনিতে। ২০২১ সালের ২৪ এপ্রিল সম্পর্কে ১২ বছরের ভাগনিকে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে জোর করে তার শ্লীলতাহানি করে প্রসেনজিৎ। পরদিনই তাকে গ্রেফতার করে বারাসত থানা। চার বছর মামলা চলার পর চলতি বছর ৭ ফেব্রুয়ারি প্রসেনজিৎকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। সোমবার তাকে সাজা শোনানো হল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জেলাশাসকের মানবিক রূপ।
পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে থাকা
অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বললেন
মালদহের জেলাশাসক নীতিন সিঙ্গানিয়া।
অভিভাবকরা পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে
বসার একটি জায়গার আবেদন জানান

আমার বাংলা
11 February, 2025 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

জঙ্গললাগোয়া কেন্দ্রগুলিতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন মাধ্যমিকের প্রথম দিন

সাইরেন বাজিয়ে পরীক্ষার্থীদের পৌঁছল ঐরাবত

ব্যুরো রিপোর্ট : রাজ্যের তৎপরতায় হাতি করডরগুলিতেও সুষ্ঠুভাবে মিটল মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন। জঙ্গললাগোয়া এলাকায় পরীক্ষার্থীদের যাতে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া যায় সে বিষয়ে তৎপরতা নিয়েছিল জেলা প্রশাসন এবং বন দফতর। সেইমতো সোমবার নির্বিঘ্নে পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীদের পৌঁছে দিল মেদিনীপুর জেলার বনবিভাগের কর্মীরা। এলিফ্যান্ট করিডর এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, একদিকে যেমন জঙ্গল এলাকায় টহল দিচ্ছে বনকর্মীরা তেমনই, ঐরাবত গাড়ি সামনে এসকর্ট দিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিল বন বিভাগের কর্মী থেকে আধিকারিকেরা। সাইরেন বাজিয়ে জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় এসকর্ট দিয়ে তাদের নির্বিঘ্নে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়। একইভাবে

■ আলিপুরদুয়ার জংশন শ্যামাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ে বনদফতরের গাড়িতে করে পৌঁছল পরীক্ষার্থীরা।

■ হাতি-সাইরেন বাজিয়ে বিশেষ পাহারায় পরীক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পরীক্ষাকেন্দ্রে। সোমবার।

উত্তরের জঙ্গললাগোয়া কেন্দ্রেগুলিতেও বনদফতরের তরফে নেওয়া হয় ব্যবস্থা। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারেও বনদফতরের বিশেষবাহিনী পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। আলিপুরদুয়ার জেলার একটা বিরাট অংশ বন জঙ্গলে ঘেরা। একদিকে যেমন রয়েছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জঙ্গল অপর দিকে রয়েছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের গভীর অরণ্য। আর এই জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে বহু বনবস্তি, জঙ্গল ঘেরা গ্রাম। এই এলাকার ছাত্র ছাত্রীরা স্থানীয় স্কুল পড়াশোনা করলেও মাধ্যমিক ও তার চেয়ে বড় পরীক্ষা দিতে দীর্ঘ জঙ্গল পথ পেরিয়ে শহরে আসে। তাদের এই আসা যাওয়ার পথগুলো সবসময় থাকে বিপদে পরিপূর্ণ। এই পথে সব থেকে বড় ভয় বন্য প্রাণীদের আক্রমণের। করণ মাঝে মাঝেই এই বন বস্তি ও গ্রাম গুলোতে হাতি, বাইসনের আক্রমণে খয়ক্ষতি ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। তাই এই এলাকা গুলোর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার সময় এলেই দুশ্চিন্তায় পড়ে। কিন্তু তাদের এই দুশ্চিন্তা দূর করতে এগিয়ে এসেছে বন দফতর। তারা দায়িত্ব নিয়ে প্রতিটি বন বস্তি ও গ্রাম থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বন দফতরের গাড়িতে চড়ে পরীক্ষা দিতে আসে আলিপুরদুয়ার জংশন শ্যামাপ্রসাদ পৌঁছে দিয়েছে নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে। এরপর পরীক্ষা শেষ হলে তাদেরকে ফের বাড়িতেও পৌঁছে দেবার কাজ সম্পন্ন করে বন দফতর। এদিন জেলার অন্যান্য জায়গার মতই রাজভাত খাওয়া, জয়ন্তী থেকে বেশ কিছু পরীক্ষার্থী বন দফতরের এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের গাড়ি ঐরাবৎ উচ্চ বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ে। এছাড়াও অন্যান্য জায়গায় ঐরাবত ছাড়াও ভাড়ার গাড়ি বনকর্মীরা এসকর্ট করে পৌঁছে দেয় পরীক্ষা কেন্দ্রে। এর পাশাপাশি বনকর্মীরা দিনভর হাতি চলাচলের রাস্তায় নজরদারিও চালায়।বন দফতরের গাড়ির ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থীরা খুশি। জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ১০০টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে জলপাইগুড়ি বন বিভাগের জঙ্গল লাগোয়া বেশ কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। বিশেষ করে ধূপগুড়ি ও বানাহাট ব্লকের এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জঙ্গল পেরিয়ে বন্যপ্রাণীদের করিডোর দিয়েই পরীক্ষা কেন্দ্র যেতে হয়। যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তাদের কথা মাথায় রেখেই বনদফতরের এই বাড়তি ভূমিকা। একদিকে দেখা যাচ্ছে বন কর্মীরা বিভিন্ন বন্য প্রাণীর করিডরগুলিতে বাড়তি কর্মচারী নিয়োগ করেছেন।

পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা

■ প্রথম বড় পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের মনোবল বাড়াতে বিশেষভাবে উদ্যোগ নেয় প্রশাসন। সোমবার প্রথমদিনের পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থীদের চকোলেট দিয়ে শুভেচ্ছা জানাল শিলিগুড়ি পুলিশ। শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, এসিপি এবং ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং চকোলেট দেন পরীক্ষার্থীদের।

অ্যাডমিট কার্ড পৌঁছল

■ পরীক্ষার চিন্তায় অ্যাডমিট কার্ড ভুলে গিয়েছিল এক পরীক্ষার্থী। সোমবার শিলিগুড়ির ঘটনা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এএসআই গোপালচন্দ্র মণ্ডল খবর পাওয়া মাত্রই ব্যবস্থা নেন। এক কনস্টেবলকে দিয়ে পরীক্ষার্থীর বাড়িতে পাঠিয়ে সমস্যার সমাধান করেন পুলিশ আধিকারিক।

হাসপাতালে পরীক্ষা

■ কড়া নিরাপত্তার সঙ্গে দুই অসুস্থ পরীক্ষার্থী জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দিলেন। শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ে দুই পরীক্ষার্থী আফরিন আনসারি ও সায়না আনসারি পরীক্ষা হলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুই ছাত্রীকে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছে যান অবর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক।

নতুন চা-পাতা তোলার কাজ শুরু

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : চা-তোলার সময় বদলে শিল্পকে আরও ক্ষতির মুখে ঠেলতে চেয়েছিল কেন্দ্র। তবে রুখে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলিপুরদুয়ারের সুভাষিণী চা-বাগানে কর্মসূচি নিয়ে দিয়েছিলেন কড়া বার্তা। এরপরই চাপে পড়ে চা-তোলার সময় এগিয়ে আনতে বাধ্য হয় টিবোর্ড। নতুন দিন ঘোষণা করে ফের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সেইমত সোমবার থেকে নতুন বছরে শুরু হল নতুন চা পাতা তোলার কাজ। পাতা তোলার কাজ শুরু হলেও এবারে উৎপাদন কতটা মুনাফার মুখ দেখবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় উত্তরের চা উৎপাদকরা। তাদের অভিযোগ চা আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দুই ধরনের নীতির জেরে বিপাকে ভারতীয় চা-শিল্প। কারণ কেনিয়া, নেপাল ও ভিয়েতনাম থেকে চা আমদানি শুল্কমুক্ত করা হয়েছে, আর ভারতীয় চা বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে গুনতে হচ্ছে চল্লিশ শতাংশের বিরাট রপ্তানি শুল্ক। এছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা বিনা শুল্কে কেনিয়া, নেপাল ও ভিয়েতনাম থেকে চা আমদানি করে ফের ভারতীয় চা বলে বিদেশে রপ্তানি করে ভারতের সুনাম নষ্ট করছে। এই প্রসঙ্গে টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ডুয়ার্স শাখার চেয়ারম্যান চিন্ময় ধর বলেন, 'ভারতীয় চা তৈরির খরচ অন্যান্য দেশের থেকে অনেক বেশি। সেখানে কেনিয়ার চা সম্পূর্ণ মেশিনে তৈরি বলে খরচ অনেক কম। যদিও ভারতীয় চায়ের গুনমাণ অনেক ভাল। কিন্তু কম দামের চা বাজার দখল করে নিচ্ছে। ফলে মারাত্মক এক অসম প্রতিযোগিতার মুখে ভারতের চা-শিল্প। কেন্দ্রের ভুল নীতির ফলে আজ ভারতের চা-শিল্প বিপর্যয়ের মুখে। এই বিষয়ে রাজ্য সভার সাংসদ প্রকাশচিক বাড়াইক বলেন, 'কেন্দ্রের ভুল নীতির জন্য আজ উত্তরের চা শিল্প ধুঁকছে। কেন্দ্র নীতি না বদলালে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে চা-শিল্পের।

গৌড় মহাবিদ্যালয়কে ন্যাক-স্বীকৃতি

সংবাদদাতা, মালদহ : গৌড় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে মালদহ কলেজের পর। পুরাতন মালদহের মঙ্গলবাড়িতে গৌড় মহাবিদ্যালয় অবস্থিত। এবার ন্যাকের

■ দেওয়া হচ্ছে স্বীকৃতির শংসাপত্র।

পরিদর্শনে বি গ্রেড অর্জন করল গৌড় মহাবিদ্যালয়। জানা গেছে,ভারতে কলেজ আছে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার, যার মধ্য ন্যাক করাতে পেরেছে পনের হাজারের মতো, তার মধ্য তৃতীয় চক্র স্পর্শ করেছে মাত্র ২০০০ কলেজ। এর মধ্যে রয়েছে মালদহের গৌড় মহাবিদ্যালয়। গৌড় মহাবিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আরও একটি মাইলফলক স্পর্শ করল। গত ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি ন্যাকের তৃতীয় চক্রের পরিদর্শনের পর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বি গ্রেড অর্জন করে। এই স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত মান, অবকাঠামো ও সামাজিক অবদানের প্রতি ন্যাকের আস্থার প্রতিফলন। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত মালদহ জেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গৌড় মহাবিদ্যালয়। ২০২৫ সালের ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি ন্যাকের তৃতীয় চক্রের মূল্যায়নের মুখোমুখি হয়। উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে ন্যাকের এই পরিদর্শন শুধুমাত্র একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি পূর্ববর্তী স্বীকৃতির ধারাবাহিকতা ও ভবিষ্যতের শিক্ষানীতির ভিত্তি রচনা করে। প্রতিষ্ঠানটি ন্যাকের মানদণ্ড পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখে। গৌড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড.অসীম সরকার জানান, ন্যাকের নির্দেশিকা অনুসারে সর্বাত্মক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি।

পাশে রাজ্য, প্রতিবন্ধতাকে হারিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছল কোয়েল

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : পাশে আছে রাজ্যসরকার। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল। তাই আর কোনও চিন্তা নেই। প্রতিবন্ধতাকে হারিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল রায়গঞ্জের উকিলপাড়ার বাসিন্দা কোয়েল বর্মন। সোমবার পীক্ষার প্রথমদিনও কোয়েল পাশে পেল প্রশাসনকে। টোটোতে চেপে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে আসেন কোয়েল। সাহায্য করেন বাড়ির লোক। পাশে দাঁড়ায় প্রশাসন, ট্রাফিক পুলিশও। রায়গঞ্জের সৎসঙ্গ বালিকা বিদ্যালয়ের এই পরীক্ষার্থীর সিট পড়েছে রায়গঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। লেখকের সাহায্যে পরীক্ষা দিচ্ছেন তিনি।

■ হুইলচেয়ারে করে কোয়েলকে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

তার মা ভারতী বর্মন বলেন, মেয়েকে পরীক্ষা দোওয়াতে এনেছেন। স্কুলের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। কোয়েলের রাইটার অঙ্কিতা রায় চৌধুরী বলেন, এবারে দশম শ্রেণিতে উঠলেন তিনি। তিনি কোয়েলের হয়ে পরীক্ষায় লিখবেন। কোয়েলের অস্পষ্ট কথা বুঝে লিখতে পারবেন তিনি। আর পরীক্ষা দিয়ে বেড়িয়ে হাসি মুখে জানাল, পরীক্ষা খুব ভাল হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত সাহায্য পেয়ে মনের জোর পেয়েছি। আরও এগিয়ে যেতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ চাই।

আমার বাংলা
11 February, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা

হিন্দু স্কুলে জল-ফুল

হিন্দু স্কুলে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ৪০ নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি সুপর্ণা দত্তর। বললেন, কোনও অসুবিধে হলেই তাঁকে জানাতে।

আশীর্বাদ প্রার্থনা

বরানগর বিদ্যামন্দির গার্লস স্কুলে পরীক্ষার্থীদের হাতে কলম ও ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হল। খুদে পরীক্ষার্থীরা স্থানীয় পুরপিতা তথা প্রবীণ সিআইসি সদস্য রামকৃষ্ণ পালকে প্রণাম করে আশীর্বাদও নিল।

নিখরচায় টোটো

বনহুগলি যুবক সংঘের সম্পাদক শঙ্কর রাউতের উদ্যোগে প্রায় ৩০টি অটো এবং টোটোয় বিনামূল্যে পরীক্ষার্থী- অভিভাবকদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। দেওয়া হল গোলাপ ফুল, কলম এবং জলের বোতল।

গোলাপ ও কলম

পরীক্ষাকেন্দ্রে গোলাপ ও পেন দিয়ে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। পাশাপাশি শুভেচ্ছা জানাল জেলা যুব তৃণমূলও। এবছর জেলায় ৪৫ হাজার ৮৪৯ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ২৬ হাজার ৪০১ ছাত্রী ও ১৯ হাজার ৪৪৮ ছাত্র। মোট ১২৪টি পরীক্ষাকেন্দ্র। শুরু হয়েছে মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম ও ফাজিল পরীক্ষাও। ২১৫৮ পরীক্ষার্থী আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা দিচ্ছেন।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে যাদবপুর গার্লস স্কুলে বিধায়ক দেবাশিস কুমার ও কাউন্সিলর মৌসুমী দাস। গোলাপ, পেন ও জলের বোতলের পাশাপাশি দইয়ের মাঙ্গলিক ফোঁটাও দেন ৯৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর।

১৩১ জন আদিবাসী মানুষের হাতে দেওয়া হল জমির পরচা

কয়লাশিল্প নিয়ে কেউ ভুল বোঝাতে এলে কান দেবেন না, বললেন অনুব্রত

সংবাদদাতা, সিউড়ি : ''দেউচা পাঁচামি কয়লাশিল্প নিয়ে কেউ ভুল বোঝাতে এলে আপনারা ফাঁদে পা দেবেন না। কোথাও কোনও সমস্যা হলে সরাসরি জেলাশাসককে জানান। প্রশাসনের তরফে সমস্তরকম সহযোগিতা পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন কয়লাশিল্প হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন, সেদিনই তিনি বলে দিয়েছিলেন এলাকার মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে তবেই দেউচা পাঁচামি কয়লাশিল্প গড়ে তোলা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই জেলা প্রশাসনের তরফে খনি অঞ্চলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেই জমি নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে'', বললেন রাজ্য গ্রামীণ পর্ষদ উন্নয়নের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। সোমবার মহম্মদবাজার ব্লকের পূর্ব হাঁসদা সভাগৃহে প্রায় ১৩১ জন আদিবাসী মানুষের হাতে জমির পরচা তুলে দিল বীরভূম জেলা প্রশাসন। প্রথম পর্যায়ে যে সরকারি খাসজমির উপর প্রস্তাবিত কয়লাশিল্প গড়ে উঠতে চলেছে, সেই এলাকার সাধারণ মানুষের কিছু জমিসংক্রান্ত সমস্যা ছিল। কিন্তু মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে ভূমি দফতরের ক্যাম্পে জমি সেগুলোর সমাধান করে পরচার কাজ শেষ করা হল। জেলাশাসক বিধান রায় জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত কয়লাশিল্প অঞ্চলে খননকার্য দ্রুত গতিতেই চলছে। আশা করা যায়, অচিরেই ব্যাসল্টের সন্ধান পাওয়া যাবে। পাথর খননের পরেই কয়লা উত্তোলন সম্ভব হবে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, এলাকার কোনও মানুষ বঞ্চিত হবেন না। জমিদাতাদের রাজ্য সরকারের তরফে থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান তিনি। পাশাপাশি তিনজনের হাতে জাতিগত শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় জরুরি ভিত্তিতে। এলাকার মানুষ খুশি। তাঁরা চান, তাড়াতাড়ি কয়লা উত্তোলন শুরু হোক।

দেউচা পাঁচামিতে জমির পরচা তুলে দিচ্ছেন অনুব্রত মণ্ডল। সোমবার।

দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে গঠিত মহিলা সমবায় ব্যাঙ্ক কমিটি

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে মহিলা সমবায় ব্যাঙ্কের কমিটি গঠন করা হল সোমবার। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে মহিলা সমবায় ব্যাঙ্ক পরিচালনার জন্য মোট ১৩ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এদিন চেয়ারম্যান হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন অসীমা চক্রবর্তী। আগামী পাঁচ বছর ১৩ জনের এই কমিটিটি এই সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালনার দায়িত্বে। আগামী দিনে মহিলা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আরও উন্নতি করবে বলে ব্যাপক আশাবাদী ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ।

মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে অরিজিৎ সিংয়ের বাড়িতে বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ পপ গায়ক এড শিরান। অরিজিৎ আর শিরান একে অন্যের গানের ভক্ত। জিয়াগঞ্জে এসে স্কুটিতে চাপিয়ে নিয়ে গেলেন গঙ্গার পাড়ে। তারপর চাপলেন নৌকোয়। গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করতে করতেই চলল দুই গায়কের নানা গল্প। গত সেপ্টেম্বরে লন্ডনের কনসার্টে শিরানের সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করেন অরিজিৎ।

ডাম্পারে পরপর৩ গাড়ির ধাক্কা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের মুসুন্ডা সংলগ্ন এলাকায় ডাম্পারের পিছনে পরপর তিনটি গাড়ির ধাক্কায় আহত হলেন ১০ জন, সোমবার। তার মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর। সকলকেই দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমানের দিক থেকে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল ডাম্পারটি। একটি মাছবোঝাই গাড়ি ডাম্পারের পিছনে ধাক্কা মারে। পিছনে ছিল একটি চারচাকা গাড়ি। দ্রুতগতিতে আসা আরও একটি চারচাকা গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে সামনের গাড়িকে। ওই গাড়িতে থাকা দুই শিশু-সহ মোট ১০ জন আহত হয়। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের কলকাতামুখী রাস্তা।

বাতানুকূল যন্ত্র থেকে আবাসনে আগুন, মৃত্যু দু'জনের

সংবাদদাতা, বোলপুর : আচমকা বাতানুকূল যন্ত্র থেকে আগুন লেগে যায় বোলপুর থানার বাঁধগোড়া এলাকার একটি বহুতল আবাসনে, সোমবার সন্ধেবেলায়। মৃত্যু হল দুই আবাসিক অঞ্জু নন্দী ও স্বপন নন্দীর। খবর পাওয়া মাত্রই বোলপুর থানার আইসি লিটন দাস ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে। দমকলও চলে আসে। পুলিশ ও দমকলের যৌথ প্রয়াসে আবাসনে আটকে থাকা বাসিন্দাদের উদ্ধার করা হয়। আগুনে জখম বেশ কয়েকজনকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর নেই। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রানা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আবাসনের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং ফাঁকা করা হয়েছে। আগামিকাল সকালে ফরেনসিক টিম এসে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দেখবে, কারণ কী। পুরপ্রধান পর্ণা ঘোষ জানিয়েছেন, মর্মান্তিক ঘটনা। এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১২ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ প্রশাসন পুরসভা ঘটনাস্থলে রয়েছে। আমরা আহতদের পাশে আছি। যতদিন পরিস্থিতি ঠিক না হচ্ছে পুরসভার তরফে আবাসিকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আহত ১২

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

11 February, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মঙ্গলবার

পথদুর্ঘটনায় আহত ছাত্রী অঞ্জলি সোরেনকে বাড়ি থেকে অ্যাম্বুলেন্সে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করল প্রশাসন। বলরামপুর শহরের লালীমতি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী

ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ায় ফের বাঘবাবাজির আগমন

বিনপুরে আলে রোদ পোহাচ্ছে বাঘ, দেখেই জ্ঞান হারালেন বধূ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : বেলপাহাড়িতে মাঠে বাঘ দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন এক গৃহবধূ। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে বনকর্মীরা। ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর ২ ব্লকের বেলপাহাড়ি থানার ঠাকুরানপাহাড়ি এলাকায় ফের বাঘের আতঙ্ক। সোমবার মাঠে কাজ করতে গিয়ে ঠাকুরানপাহাড়ি গ্রামের বাসিন্দা সরলা সিং দেখেন পাশেই জমির আলে বাঘ শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে আর লেজ নাড়ছে। তা দেখেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে আতঙ্কে ওই মহিলা চিৎকার করতেই বাঘ পালিয়ে যায় আছড়াডুংরির দিকে। সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ চাষের জমিতে ধানতলা রোপণ করতে গিয়ে নিজের চোখে বাঘ দেখতে পান ওই গৃহবধূ। গ্রামবাসীরা খবর দেন বন দফতরকে। খবর পেয়েই বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে চলে আসেন। বাঘ এখনও অধরা। তাই বেলপাহাড়ি থানার ঠাকুরানপাহাড়ি, আছড়াডুংরি, বালিচুয়া, কটুচুয়া-সহ মাছগড়িয়া গ্রামের মানুষ বাঘের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। ঠাকুরানপাহাড়ি গ্রামের অভিজিৎ সিং বলেন, বাঘ এই এলাকার জঙ্গলে রয়েছে। বাঘ জঙ্গলে থাকায় মানুষ বাড়ির গরু, ছাগল চরাতে জঙ্গলে যেতে পারছে না। চরম সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। তাঁর কাকিমা সরলা সিং অল্পের জন্য বাঘের হাত থেকে প্রাণে বেঁচেছেন। বাঘ দেখে কাকিমা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন বলেও তিনি জানান। এখনও তিনি আতঙ্কে। বন দফতরের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের বাঘের ভয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে বন আধিকারিক ও কর্মীরা বেলপাহাড়ি থানার ঠাকুরান পাহাড়ির জঙ্গলের উপর নজরদারি শুরু করেছে।

বান্দোয়ানে বাঘের পায়ের ছাপ পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বাস

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : মাঝখানে সে চলে গিয়েছিল ঝাড়খণ্ডে। সম্প্রতি আবার তার পায়ের ছাপ মিলেছে বান্দোয়ান থানার যমুনাগোড়া এলাকায়। তাই ঝাড়খণ্ড থেকে জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত এলাকায় চলে-আসা বাঘ নিয়ে সাবধান প্রশাসন। এই এলাকার কোনও পরীক্ষার্থীকে নিজের ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সকলকে একেবারে গ্রাম থেকে বাসে তুলে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া এবং বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিষয়টি শিক্ষা দফতরের পাশাপাশি দেখছেন বিধায়ক রাজীবলোচন সরেন। বন দফতরও জঙ্গলে কড়া নজর রেখেছে। পায়ের ছাপ মিললেও বাঘ এখনও দেখা যায়নি।

বিধায়ক জানিয়েছেন, এবার বান্দোয়ানে তিনটি পরীক্ষাকেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষা হচ্ছে। চিরুডি হাইস্কুল ছাড়া অপর দুটি পরীক্ষাকেন্দ্র বান্দোয়ান সদরে। প্রশাসন তিনটি পরীক্ষাকেন্দ্রের জন্য তিনটি বাস দিয়েছে। বাসগুলি পরীক্ষার্থীদের গ্রাম থেকে নিয়ে আসা-যাওয়া করছে। ফলে পরীক্ষার্থীদের সমস্যা তো হচ্ছেই না, বাঘের জন্য চিন্তাতেও থাকতে হচ্ছে না অভিভাবকদের।

বান্দোয়ানের যমুনাগোড়ায় বাঘের পায়ের ছাপ।

অপমানে আত্মঘাতী ছাত্রী

সংবাদদাতা, নদিয়া : হরিণঘাটা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী ছাত্রী। ঘটনার জেরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। মৃত ছাত্রীর নাম সায়নী সেন(২৪)। বাড়ি দুর্গাপুরে। এম টেক প্রথম বর্ষের ছাত্রী। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলাকালীন ওই ছাত্রীকে হেনস্থা করার অভিযোগ ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অপমানিত হয়েই ছাত্রী ক্যাম্পাসের ৫ তলা থেকে রাতে ঝাঁপ দেন বলে অভিযোগ। হরিণঘাটা গ্রামীণ হাসপাতালে তাকে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

হলদিয়ায় বাসে আগুন

সংবাদদাতা, হলদিয়া : যাত্রীবাহী চলন্ত বাসে আগুন সোমবার দুপুরে হলদিয়ার দুর্গাচকে। হলদিয়া থেকে মেদিনীপুর যাচ্ছিল বেসরকারি বাসটি। হঠাৎ ধোঁয়া বের হতে দেখে যাত্রীরা হুড়োহুড়ি করে নেমে পড়েন। দুর্গাচক থানার পুলিশ এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। দমকল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, ইঞ্জিনের শর্টসার্কিটের কারণেই বাসে আগুন।

একদিকে বাঘ, অন্যদিকে হাতি পরীক্ষার্থীদের বিশেষ নিরাপত্তা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : বাঘ, হাতি এড়িয়ে পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা। ঝাড়গ্রামে এবছর মাধ্যমিক দেবে ১৩,৬৫০ জন। ছাত্র ৬,৪০৪ এবং ছাত্রী ৭,২৪৬। পরীক্ষা কেন্দ্র ৩৯। যার ফলে বিশেষ নজরদারি পুলিশ প্রশাসন ও বন দফতরের। সকালে বেলপাহাড়ি এলাকায় নতুন করে বাঘের পায়ের ছাপ, অপরদিকে ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় হাতির আতঙ্ক। ফলে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছেন বনকর্মী ও পুলিশ। বেলপাহাড়িতে লাগানো হয়েছে নতুন করে ট্র্যাপ ক্যামেরা, বিভিন্ন জায়গায় করা হয়েছে ফরেস্টের চেকপোস্ট, বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করা হচ্ছে। জেলার যেসব এলাকায় হাতি রয়েছে সেইসব এলাকায় বনকর্মীদের পাশাপাশি থাকছে পুলিশ। যাতে হাতির জন্য পরীক্ষার্থীদের কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কোনও পরীক্ষার্থী হাতির হামলার ভয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে সমস্যায় পড়লে বন দফতরের গাড়িতে করে তাকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকছে। রাস্তায় থাকবে বন দফতরের ঐরাবত গাড়ি।

পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নজরদারি বনকর্মীদের।

অসুস্থ ছাত্রকে পুলিশ দ্রুত পাঠাল হাসপাতালে

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বিছানায় বসে পরীক্ষা দিল অসুস্থ পরীক্ষার্থী। ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের বেলিয়াবেড়া হাইস্কুলের ছাত্র গৌরগোবিন্দ হাঁসদা। পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল পার্শ্ববর্তী এক ব্লকের নয়াবসান জনকল্যাণ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলে। গৌরগোবিন্দর বাড়ি গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের মুচিনালা গ্রামে। বাড়ি থেকে সে সুস্থ অবস্থায় পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল। এক ঘণ্টা পরীক্ষা দেওয়ার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশের তৎপরতায় তাকে দ্রুত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে। বাড়ির লোকেদের জানানো হয়। চিকিৎসকেরা কিছুটা সুস্থ করে তোলেন। তবে বিছানায় বসে গৌরগোবিন্দ পরীক্ষা দেয়। বাড়ির লোকেরা পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান।

পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেন মহিলা থানার আইসি

অ্যাডমিট এনে দিল পুলিশ

সংবাদদাতা, বর্ধমান : অ্যাডমিট কার্ড আনতে ভুলে গিয়েছিল পরীক্ষার্থী শেখ হাসিম আলি। জেনেই বর্ধমানের ট্রাফিক ওসি চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় পরীক্ষার্থীর ঠাকুরমা মমতাজ বিবিকে নিজের মোটরসাইকেলে চাপিয়ে বর্ধমান খাজা আনোয়ার বেড় এলাকায় বাড়িতে নিয়ে যান। অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে ঠিক সময়েই পরীক্ষা দিতে পারে। পরীক্ষা দিতে আসার সময় মাঝপথেই মোটরবাইকের তেল শেষ হয়ে যাওয়ায় আটকে পড়া মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রঞ্জিত দাসকে নির্দিষ্ট সময়ে সেন্টারে পৌঁছে দিল পুলিশ। আউশগ্রামের দীননাথপুর এলাকার বাসিন্দারা। পরীক্ষার সেন্টার পড়েছে রামনগর হাইস্কুলে। পরীক্ষা দেওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে পরীক্ষার্থী রমা সাঁতরা। হরিসভা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। কেন্দ্র ছিল বিদ্যার্থীভবন গার্লস হাইস্কুলে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। পুলিশ এবং মেডিক্যাল টিম সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেন মহিলা থানার আইসি কবিতা দাস। বর্ধমান জেলায় ৪৫ হাজার ৮৪৯ জন পরীক্ষার্থী। ২৬,৪০১ জন ছাত্রী ও ১৯,৪৪৮ জন ছাত্র। পরীক্ষাকেন্দ্র ১২৪। মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা দিচ্ছে ২১৫৮ জন।

হাসপাতালেই পরীক্ষা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : হাসপাতালেই পরীক্ষা চিকিৎসাধীন পরীক্ষার্থীর। দুর্গাপুরে জেমুয়া ভাদুবালা বিদ্যাপীঠের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বিশু পাহাড়ি। জেমুয়ারই বাসিন্দা। রবিবার থেকে রক্তবমি ও রক্ত পায়খানা হতে থাকে। বর্তমানে সে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল দুর্গাপুরের বিধাননগর বয়েজ উচ্চ বিদ্যালয়। অসুস্থ বিশুর পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হল দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালেই।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

11 February, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

মানবিক উদ্যোগ, প্রতিবন্ধী শংসাপত্র বাড়িতে পৌঁছে দিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মানবিক উদ্যোগ। বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল তৃণমূল। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিজে ওই ব্যক্তির বাড়িতে পৌঁছে দিলেন প্রতিবন্ধী শংসাপত্র। ধূপগুড়ি মহাকুমার অন্তর্গত গাদং ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা তৈজুল হক(৩৩)। জানা যায়, ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বহুতল থেকে পড়ে গিয়ে কোমরে চোট পান তিনি। চিকিৎসা করেও মেলেনি কোনও ফল। এরপর থেকে দীর্ঘদিন ধরে তিনি একেবারেই বিছানায় শয্যাশায়ী। ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্চনা সূত্রধর গাদং ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নদীবাঁধ নির্মাণের কাজ দেখতে গিয়ে তৈজুল হকের কথা জানতে পারেন। তিনি তাঁর বাড়িতে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন, তৈজুল হক প্রিয় নেত্রীকে কাছে পেয়ে নিজের সমস্যার কথা জানান। সেসময় তৈজুল হকের পরিবারের কাছে কথা দিয়ে এসেছিলেন তৃণমূল নেত্রী অর্চনা সূত্রধর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট করে দেওয়ার। এরপরই সভাপতি অর্চনা সূত্রধর কথা বলেন ধূপগুড়ির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অঙ্কুর চক্রবর্তীর সাথে। নেত্রীর কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে অঙ্কুর চক্রবর্তীও উদ্যোগ নেন তৈজুল হককে প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট করে দেওয়ার। জানা যায় এরপর ধূপগুড়ি স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে সরকারি গাড়ি পাঠিয়ে প্রতিবন্ধীদের সার্টিফিকেট দেওয়ার বিশেষ ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয় তৈজুল হককে। এদিন তাঁর সার্টিফিকেট আসতেই ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্চনা সূত্রধর ও ধূপগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অঙ্কুর চক্রবর্তী ছুটে যান গাদং-এ তৈজুল হকের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দিতে। অর্চনা সূত্রধর জানান, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের প্রতিটা মানুষকে সঠিক নাগরিক পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর। মাত্র ৩৩ বছরের তৈজুলের শারীরিক পরিস্থিতি সত্যিই খুব খারাপ। তিনি আমার কাছে এই একটি সার্টিফিকেটের দাবি করেছিলেন, আমি আজ তাঁর হাতে সার্টিফিকেটটা তুলে দিতে পেরে সত্যিই খুব খুশি। পরিবারের সাথে কথা হয়েছে। সরকারি নিয়ম মেনে আবেদন করলে শীঘ্রই তৈজুল প্রতিবন্ধী ভাতা পাবেন।'

■ তৈজুল হকের হাতে দেওয়া হচ্ছে শংসাপত্র।

দুই বন্যপ্রাণের আতঙ্কে হুলস্থুল কাণ্ড জলপাইগুড়ি জেলায়

বাড়ি তছনছ করল হাতি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ফের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ল হাতি। তছনছ করে দিল চা-শ্রমিকের বাড়ি। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে মেটেলি ব্লকের আইভিল চা-বাগানের ডাঙ্গী ডিভিশন এলাকায়। হাতিটি ভেঙেচুরে শেষ করে ঘরের আসবাবপত্র। এমনকী ঘরে মজুত করা খাবারও

■ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জিনিসপত্র।

মেটেলি

খেয়ে সাবাড় করে দলছুট হাতিটি। পরিবারের সদস্যরা কোনওক্রমে পালিয়ে বাঁচেন। রবিবার রাত প্রায় ৩টা নাগাদ খরিয়ার বন্দর জঙ্গল থেকে একটি বুনো হাতি বেরিয়ে চলে আসে ডাঙ্গী চা-বাগানের পুনিয়া লাইনে। সেখানে বিরুল ওরাওঁ-এর শ্রমিক আবাস গুঁড়িয়ে দেয় হাতিটি। এরপর স্থানীয় মানুষের চিৎকারে হাতিটি ফের খরিয়ার বন্দর জঙ্গলে চলে যায়। এর আগেও ডাঙ্গী ডিভিশন চা-বাগানে হাতির হানায় বহু ঘর বাড়ি ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। এলাকায় হাতির হানা রুখতে বন দফতরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। বন দফতরের তরফে এ-বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

চিতাবাঘের গুজবে চাঞ্চল্য

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : হঠাৎ শোরগোল। গাছের মগডালে নাকি বসে আছে চিতাবাঘ! খবর চাউর হতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা ধূপগুড়িতে। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ভেমটিয়া ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনা শোনামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ধূপগুড়ির এসডিপিও

■ গাছের মগডালে ঠিক এই জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে প্রাণীটি।

ধূপগুড়ি

সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ও বন দফতরের কর্মীরা। মগডালে চিতার গুজব শুনে দেখতে ভিড় জমায় প্রচুর মানুষ। তবে ভয় ভাঙে বনকর্মীরা ওই বন্যকে গাছের ডাল থেকে নামাতেই। আসলে সেটি মোটেই চিতাবাঘ নয়, একটি বনবিড়াল! বনকর্মীরা বন্যপ্রাণীটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। উল্লেখ্য, চা-বাগান লাগোয়া এলাকাগুলিতে চিতাবাঘের আতঙ্ক নিত্যদিনের। বন দফতরের পাতা ফাঁদে পরপর ধরা পড়েছে চিতাবাঘ। এলাকাবাসীদের সচেতন করতে বন দফতরের তরফে প্রচার চলতেই থাকে। এদিন চিতাবাঘ গাছের ডালে বসে আছে খবর পাওয়ামাত্রই তাই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় বন দফতরে। বনকর্মীরা পৌঁছন ঘটনাস্থলে।

নাবালিকাকে বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ, যুবককে পুলিশের পুরস্কার

সংবাদদাতা, মালদহ : ব্রিজের ওপর বন্ধুদের সঙ্গে বসে ছিলেন মানিকচকের কামালপুর ধানিয়াপাড়ার যুবক লিটন মিয়া। তখনই তিনি লক্ষ্য করেন ব্রিজে দাঁড়িয়ে মোবাইলে কথা বলছে একটি মেয়ে। আচমকা মোবাইল ফোনটি ব্রিজের উপর বসে থাকা কয়েকজন যুবকের দিকে ছুঁড়ে ফেলে। এরপরই ব্রিজের উপর থেকে সোজা নদীতে ঝাঁপ দেয় মেয়েটি। একটুও সময় নষ্ট না করে তখনই ছুটে যান লিটন মিয়া। নিজের জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েন নদীতে। নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করে প্রাণ বাঁচান। মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। লিটনের জন্য সেদিন প্রাণ ফিরে পেয়েছিল মেয়েটি। মিলল তারই স্বীকৃতি। মালদহ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে লিটনের এই সাহসিকতার জন্য তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও পুরস্কৃত করা হয়। পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়। এদিন মানিকচক থানায় তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কৃত করেন মানিকচক থানার আইসি সুবীর কর্মকার। লিটন মিয়ার সাহসিকতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ মানিকচকবাসী। পুলিশের হাত থেকে পুরস্কার পাওয়ার পর খুশি সাহসী যুবক লিটনও। তিনি বলেন, মানুষ হিসাবে মানুষের পাশে থাকা আমাদের কর্তব্য। ওইদিন যদি নদীতে ঝাঁপিয়ে না পড়তাম মেয়েটিকে বাঁচানো যেত না। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।

■ লিটনের হাতে দেওয়া হচ্ছে পুরস্কার।

অনিয়মের প্রতিবাদে তৃণমূল

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : রাজ্যপালের নিয়োগ করা উপাচার্যের বিরুদ্ধে উঠল আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ। প্রতিবাদে সরব হলেন সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির জেলা সভাপতি তপন নাগ। রায়গঞ্জের ঘটনা।

RAIGANJ UNIVERSITY
BUDGET ESTIMATE FOR 2024-25
NAME OF THE DEPARTMENT -SPORTS BOARD

	Actual for 2022-23	Revised Budget Estimate for 2023-24	Budget Estimate for 2024-25 (Proposed)
Capital Expenditure (Own Fund)			
a) Permanent Fencing in the Ground	0		3,00,000
b) Sports Equipment	0	15,000	1,00,000
Total of Capital Expenditure	0	15,000	4,00,000
Revenue Expenditure (Non Plan)			
A) Pay & Allowances, etc (COSA)			
a) Pay & allowances of Sports Officer			
Total Pay & Allowances, etc (COSA)	0	0	0
B) Other Expenses (Non Plan, Non Salary)			
) Maintainance and organizing sports, Game etc.	74,900	590	1,10,000
) Contingency/Stationery/ Printing/ Annual	78,885	125338	60,000

■ উপাচার্যের অনিয়মের তালিকা।

উল্লেখ্য, গত ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাসপেন্ড হন তপন নাগ। তারপর থেকে শুরু হয় আন্দোলন। আন্দোলনের চাপে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করেন উপাচার্য। তপন নাগ অভিযোগ করেন, সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে খেলার জন্য নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ বরাদ্দ করেছেন উপাচার্য তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের চেয়ারপারসন দীপক কুমার রায়। এ নিয়ে সোমবার রায়গঞ্জে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাসপেন্ড হওয়া এই অশিক্ষক কর্মী। তিনি বলেন, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিম সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে খেলতে গিয়েছে। এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য স্পোর্টস বোর্ডের মিটিং ছাড়াই এবং কোনরকম রেজ্যুলেশন ছাড়াই ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা বরাদ্দ করে সেই অর্থ তোলা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূত। এ বিষয়ে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরে লিখিত অভিযোগ জানাবেন তিনি।

শিলান্যাসে মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

এবং এই প্রস্তাব এসেছে ২৩টি ক্ষেত্র জুড়ে। যাতে ৩১ হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থান হবে। যত সময় যাচ্ছে শিল্পের মতো স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিনিয়োগকারীদের ভরসা বাড়ছে। একটা সময় ছিল যখন চিকিৎসার জন্য মানুষ অন্য রাজ্যে পাড়ি দিত। কিন্তু ২০১১-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই প্রবণতা বহু অংশে কমেছে। এখন অন্য রাজ্য থেকে মানুষ কলকাতায় উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার জন্য। এই গর্বের পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদৃষ্টি ও সঠিক পরিকল্পনার জন্য।

মৈপীঠে বনকর্মীর উপর হামলা

(প্রথম পাতার পর)

ডোরাকাটাকে খুঁজতে গিয়ে আচমকাই বাঘের সামনে পড়ে যান রায়দিঘি রেঞ্জের বনকর্মী ও মৈপীঠ উপকূল থানার পুলিশকর্মীরা। সেই দলে ছিলেন টাইগার টিমের সদস্যরাও। লাঠি নিয়ে রয়্যাল বেঙ্গলকে তাড়াতে গেলে ঘটে বিপত্তি। এদিন বাঘটি টাইগার টিমের সদস্য গণেশ শ্যামলকে আক্রমণ করার পরে সহকর্মীরা একদিকে লাঠি দিয়ে বাঘকে মারতে শুরু করেন, অন্যদিকে আক্রান্ত কর্মীকে বাঘের মুখ থেকে টেনে বের করার চেষ্টা হয়। এরপর বাঘ সেখান থেকে পালিয়ে যায়। জখম কর্মীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। দক্ষিণরায়ের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বন দফতর।

সাংগঠনিক পদে পরিবর্তন

(প্রথম পাতার পর)

কোচবিহার, দুর্গাপুর, আসানসোল-সহ একাধিক জেলার বিধায়ককে সতর্ক করেছেন নেত্রী। দলের কিছু মানুষের জন্য সম্মান নষ্ট হচ্ছে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অদূর ভবিষ্যতে এসব যে বরদাস্ত করা হবে না, তাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন তিনি। মদন মিত্রের নাম না করে নেত্রী বলেন, অনেকেই ভুল কথা বলে ক্ষমা চাইছে, চিঠি দিচ্ছে। কিন্তু বারবার কি ভুল করলে ক্ষমা করা যায়? ইটাহারের বিধায়ক ও দলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মোশারফ হোসেনের কাজের ব্যাপক প্রশংসা করেন নেত্রী। তিনি বলেন, মোশারফ যেভাবে গ্রামের বুথে পড়ে থেকে ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করছে, প্রতিদিন জনসংযোগ করছে, পুরনো তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের কাছে যাচ্ছে, তাদের মান ভাঙাচ্ছে, এটা দেখে শেখা উচিত। এটা রাজ্যে মডেল হওয়া উচিত। এরপর মোশারফকে তিনি নির্দেশ দেন তাঁর কাজ সম্পর্কে বাকিদের জানাতে। এদিন মালদহের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি, সাবিনা ইয়াসমিন-সহ বাকিদের সব কিছু মিটিয়ে নিয়ে একযোগে কাজে ঝাঁপাতে নির্দেশ দিয়েছেন নেত্রী। দুর্গাপুরের বিধায়কদেরও সতর্ক করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে কলকাতা শহরে আরও বেশি করে নজর দিতে বলেছেন নেত্রী। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও একবার স্পষ্ট করে দেন, দলের কথা বলবেন মুখপাত্ররা। অন্যরা কেউ সংবাদমাধ্যমের সামনে অযথা মুখ খুলতে যাবেন না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অনলাইনে শিখে নিয়েছিল দেশি পিস্তল তৈরির কৌশল। তারপর বাড়িতেই খুলে বসেছিল বেআইনি অস্ত্র কারখানা। অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল অস্ত্রকারবারি দশম শ্রেণির পড়ুয়া। পাঞ্জাবের জলন্ধরের ঘটনা

দিল্লি দরবার

ক্রাউড-ম্যানেজমেন্টে ব্যর্থ যোগী প্রশাসন

মহাকুম্ভের পথে ৩০০ কিমি জুড়ে বিশ্বের বৃহত্তম যানজট

প্রতিবেদন: যোগী প্রশাসনের অপদার্থতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তার হাতেনাতে প্রমাণ মিলল আবারও। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের পথে রেকর্ড গড়ল যানজট। টানা ৩০০ কিমি ধরে ট্রাফিক জ্যাম, ভাবা যায়? গাড়ি-বাস-ট্রাক সহ নানা মাপের যানবাহনের দীর্ঘ সারি যেন মিশে গিয়েছে দিগন্তে। মনে হতে পারে অন্তবিহীন সরীসৃপ। তথ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বের বৃহত্তম যানজটের সাক্ষী হল যোগীরাজ্য। বিধ্বস্ত তীর্থযাত্রীদের জটলা থেকেও ভেসে আসছে একই মন্তব্য। শুরুটা অবশ্য বসন্ত পঞ্চমী থেকেই। এই ভয়াবহ যানজটের জন্য স্বাভাবিকভাবেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে যোগী সরকারের অপদার্থতার দিকে। ভুক্তভোগীরা জানাচ্ছেন, অনেকেই আটকে রয়েছেন ৪৮ ঘণ্টা ধরে। কারও বা অভিজ্ঞতা, ৫০ কিমি পার হতে লেগেছে ১২ ঘণ্টা। বারাণসী, কানপুর, লখনউ ছাড়াও প্রভাব পড়েছে পাশের রাজ্য মধ্যপ্রদেশেও। প্রশ্ন উঠেছে, মহাকুম্ভে কোটি মানুষের ভিড়ের সম্ভাবনার কথা কি উত্তরপ্রদেশের গেরুয়া প্রশাসনের অজানা ছিল? হর্ন-চিৎকারের মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ক্লান্ত-শ্রান্ত পুণ্যার্থীদের করুণ অবস্থা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মহাকুম্ভ সামলানোর মতো পরিকাঠামো বা পারদর্শিতা কোনওটাই নেই ডবল ইঞ্জিন সরকারের। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়, যানজট সামলে তীর্থযাত্রীদের প্রয়াগরাজে পৌঁছনোর পথ পরিষ্কার না করে পুলিশ বলছে, আর এগোবেন না। বাড়ি ফিরে যান। কয়েক দফার আগুন, পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার পরে মহাকুম্ভ-পরিচালনায় সত্যিই আরও এক বড় ব্যর্থতা। সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের মতে, মানবিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে সমাধান করা উচিত ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত তীর্থযাত্রীদের যন্ত্রণাকে।

লোকসভায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ কল্যাণের

কেন্দ্রের বাজেটে অবহেলা বাংলাকে অর্থনৈতিক বেইমানি মানুষের সঙ্গে

প্রতিবেদন: তৃণমূলের আক্রমণে লোকসভায় রীতিমতো নাস্তানাবুদ মোদি সরকার। বাংলা বিরোধী বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন, লোকসভায় দাঁড়িয়ে দিনকয়েক আগেই সাফ জানিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সুরেই ফের মোদি সরকারকে নিশানা করেছেন লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার লোকসভায় বাজেট বিতর্কে অংশগ্রহণ করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এবারের বাজেটে বাংলার জন্য কোনও প্রকল্প ঘোষণা করা হয়নি। দিনের পর দিন ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মনরেগা, আবাস যোজনা-সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলার ন্যায্য পাওনা টাকা আটকে রাখা হচ্ছে। বাংলাকে অবহেলা করা হচ্ছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে বাংলায় ৩০টি আসনও পাবে না বিজেপি, দাবি জানান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপরেই বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাখ্যা দেন, কেন এবারের বাজেট আসলে অন্তঃসারশূন্য। তাঁর কথায়, বাজেট বরাদ্দ এবং ঘোষণার আসল উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে কি না, তার আসল পরীক্ষা হল শেয়ার বাজার। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে শেয়ার বাজার স্থির রয়েছে। এমনকী, পরিকাঠামো ক্ষেত্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আরভিএনএলের শেয়ারও পড়ে গিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এর থেকেই প্রমাণ হয়, বাজেটে মানুষের সঙ্গে অর্থনৈতিক বেইমানি করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালের বাজেট জনবিরোধী এবং দেশের অর্থনীতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক, দাবি করেন তিনি। টাকার দামের পতন, বাজারের পতনের মতো অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবারের বাজেট, বলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘব করে বিমা ক্ষেত্রে জিএসটির হার কমানো হয়নি, দাবি জানান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ২০১২ সালেই বিমায় ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নির বিরোধিতা করেছিলেন। এলআইসির মতো সংস্থায় দেশের মানুষের গচ্ছিত টাকার সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

মোদি সরকারের এবারের বাজেট ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, বৈষম্যের সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে কোনও দিশা দেখাতে পারেনি বলে এদিন লোকসভায় তোপ দেগেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঞ্জাবে অপারেশন লোটাস? ষড়যন্ত্র রুখতে বিশেষ বৈঠক কেজরিওয়ালের

প্রতিবেদন: দিল্লি জেতার পরেই পাঞ্জাবে ক্ষমতা দখল করার চক্রান্ত শুরু করেছে বিজেপি। অপারেশন লোটাসের ছকে এবার পাঞ্জাবের আপ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিজেপি, এই চক্রান্তের আভাস মেলার পরেই তড়িঘড়ি পাঞ্জাবের বিধায়কদের দিল্লিতে তলব করে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ৩৫ জন বিধায়ককে নিজেদের দিকে টানতে বিজেপি গভীর ষড়যন্ত্র করেছে বলে খবর এসেছে বিশেষ সূত্রে। মঙ্গলবার দিল্লিতে ডাকা এই বৈঠকে পাঞ্জাবের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন কেজরিওয়াল নিজেই। তাৎপর্যপূর্ণ হল, ৬ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাব মন্ত্রিসভার বৈঠক স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের কারণ দেখিয়ে। এই বৈঠকের পরিবর্তে যেভাবে তড়িঘড়ি পাঞ্জাবের দলীয় বিধায়কদের দিল্লিতে বিশেষ বৈঠকে তলব করেছেন কেজরিওয়াল, তাতে বিজেপির চক্রান্ত ভেস্তে দিতে আপের শীর্ষ নেতৃত্বের সক্রিয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আপ তো বটেই, কংগ্রেসের তরফেও দাবি জানানো হয়েছে, পাঞ্জাবে অপারেশন লোটাস চালাতে পারে বিজেপি।

গোয়ার উন্নয়নের পক্ষে সওয়াল করলেন ডেরেক

প্রতিবেদন: গোয়ার জনগণের হয়ে কথা বলবে কে? প্রশ্ন তুলে সরাসরি কংগ্রেসকেই নিশানা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। সোমবার রাজ্যসভায় গোয়ার উপকূলীয় সংস্কৃতি রক্ষা নিয়ে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, গোয়াতে সেখানকার সরকার কিছুই করছে না। ওখানে বিরোধীরা কী করছে? কংগ্রেসের ১১ জন বিধায়ককে নির্বাচিত করেছিল গোয়ার জনতা, তাদের ভরসা করে। এর মধ্যে ৮ জন কংগ্রেস বিধায়ক শিবির পরিবর্তন করে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। এরপরে গোয়ার জনতাকে রক্ষা করবে কে? ডেরেক ও'ব্রায়েনের আবেদন, রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে গোয়ার উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসুন। সবাই মিলে কাজ করুন রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে।

সংসদে কণ্ঠরোধের চেষ্টা তৃণমূলের আত্মসমর্পণ নয় অন্যায়ের কাছে

প্রতিবেদন: ফের বিরোধী সাংসদদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করল মোদি সরকার। রাজ্যসভায় বাজেট বিতর্কে বক্তব্য রাখার সময়ে বন্ধ করে দেওয়া হল তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাইক। প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। আবার মাইক চালু হওয়ার পরেই মোদি সরকারের বাংলা বিরোধী বাজেটকে তুলোধোনা করলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তীব্র ভাষায় বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বললেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে এঁটে উঠতে না পেরে বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে অবরোধ করা হচ্ছে। তিনি সাফ জানান, বাংলা অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, মাথা নত করবে না। বিজেপি তথা মোদি সরকারের অর্থনৈতিক অবরোধের তীক্ষ্ণ জবাব দেবেন বাংলার মানুষ। নিজের বক্তব্যে বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলনের অসাধারণ সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন ঋতব্রত।

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, ফাঁস রেলের নিয়োগ দুর্নীতি

প্রতিবেদন: স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে গিয়ে রেলের নতুন চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত হলেন স্ত্রী। স্বামীর সাহায্যে বাঁকাপথে চাকরি বাগিয়েই 'বেকার' অপবাদ দিয়ে সেই স্বামীকেই ছেড়ে চলে গেলেন স্ত্রী। আর সেই স্বামীরই অভিযোগের সূত্রে বেআব্রু হয়ে গেল রেলে নিয়োগে দুর্নীতিকাণ্ড। তার জেরে চাকরি থেকে সাসপেন্ড করা হল রেলের এক গার্ডকেও। এই ঘটনাকে কেন্দ্র উত্তাল রাজস্থানের কোটা। আসলে অকৃতজ্ঞ স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে গিয়েই রেলের নিয়োগদুর্নীতিকে প্রকাশ্যে এনে ফেললেন মণীশ মীনা নামে ওই যুবক। আরও স্পষ্ট করে বললে, ফাঁস করে দিলেন এক বড় দুর্নীতি।

ঠিক কী হয়েছিল ঘটনাটা? স্ত্রী আশাকে একটা ভাল সরকারি চাকরি পাইয়ে দিতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন মণীশ। মণীশের নিজের অবশ্য কোনও চাকরি ছিল না। তবুও স্ত্রীকে ভাল চাকরি পাওয়াতে মরিয়া তিনি। প্রায় ৮ মাস আগের কথা। নিজের চাষের জমি বন্ধক দিয়ে ১৫ লক্ষ টাকা জোগাড় করেছিলেন তিনি। সেই টাকার বিনিময়ে এক ভুয়ো পরীক্ষার্থীও জোগাড় করে দিয়েছিলেন রাজেন্দ্র নামে এক রেলকর্মী। চাকরিও জুটল আশার। কিন্তু তারপরেই স্বামী মণীশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার পালা। বেকার অপবাদ দিয়ে লাগাতার অপমান, যেখানে সেখানে হেনস্থা স্বামীকে। স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ স্বামী। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, স্বামীকে ছেড়েও চলে যান আশা। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন মণীশ। শুরু হয় তদন্ত। বেরিয়ে পড়ে রেলে নিয়োগ-কেলেঙ্কারি। ভুয়ো পরীক্ষার্থীর মাধ্যমে রেলে এমন কতজন চাকরি পেয়েছে, সেটাই এখন খতিয়ে দেখছে পুলিশ এবং রেল।

তিরুপতি-কাণ্ডে গ্রেফতার ৪

প্রতিবেদন: তিরুপতি মন্দিরের ঘটনায় ফাঁস হল টেন্ডার দুর্নীতি। প্রসাদী লাড্ডুতে পশুর চর্বি মেশানো ঘি ব্যবহারের ঘটনায় এবার তিন ডেয়ারি সংস্থার চার মালিককে গ্রেফতার করল সিবিআই নেতৃত্বাধীন। ধৃতরা হলেন ভোলেবাবা ডেয়ারি রুড়কি, উত্তরাখণ্ড-এর প্রাক্তন পরিচালক বিপিন জৈন ও পৌলমী জৈন, বৈষ্ণবী ডেয়ারি পুনমবাক্কম, তামিলনাড়ু-এর সিইও অপূর্ব বিনয়কান্ত চাওড়া এবং এআর ডেয়ারি দুন্দিগাল, তেলেঙ্গানা-এর রাজু রাজশেখরন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের দাবি, বৈষ্ণবী ডেয়ারির প্রতিনিধিরা এআর ডেয়ারির নামে ভুয়ো টেন্ডার জমা দিয়েছিল তিরুপতি কর্তৃপক্ষের কাছে। এছাড়া, রুরকির ভোলেবাবা ডেয়ারি থেকে ঘি নেওয়া হয় বলে জাল নথিতে উল্লেখ করেছিল এই সংস্থা। ২০২৪ সালে দেশ জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তিরুপতি মন্দিরে লাড্ডু কেলেঙ্কারি। মন্দিরের প্রসাদে পশুর চর্বি রয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার জল গড়ায় শীর্ষ আদালতে। সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ তদন্তকারী দল জানায়, প্রসাদী লাড্ডুতে ঘিয়ের মধ্যে পশুর চর্বি ও মাছের তেলের উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ল্যাব রিপোর্ট।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মার্কিন প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তে আরও চাপে পড়তে পারে কানাডা ও মেক্সিকোর মতো আমেরিকার প্রতিবেশী দেশগুলি। কারণ অ্যালুমিনিয়াম ও ইস্পাতজাত পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক বসাচ্ছেন ট্রাম্প

নয়াদিল্লির সঙ্গে সুসম্পর্ক দরকার
তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা সেনাপ্রধানের

বাংলাদেশের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে 'অন্যসুর' ওয়াকারের

প্রতিবেদন: বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণহীন বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন সেদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকারউজ্জামান। ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ম্যারাথনে অংশ নিয়ে তিনি সংবাদমাধ্যমের কাছে যে মন্তব্য করেছেন তা বাংলাদেশের বর্তমান ভারত বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে 'অন্যরকম' বলে মনে করছে সেদেশের রাজনৈতিক মহল।

ঢাকা ট্রিবিউন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেনাপ্রধান ওয়াকারউজ্জামান বলেছেন, তিনি দেশকে সুস্থ ও স্থিতিশীল দেখতে চান। নিজের দেশের অস্থিতিশীলতার আবহে যেভাবে সেনাপ্রধান স্থিতিশীলতার গুরুত্বের উল্লেখ করেছেন তার অন্য তাৎপর্য দেখছেন অনেকে। ঘটনাচক্রে, গতমাসেও সেনাপ্রধান তাঁর দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েও সেনাপ্রধানের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার যেখানে লাগাতার ভারত-বিরোধী জিগির তুলছে সেই পরিস্থিতিতে জেনারেল ওয়াকার বলেছেন নয়াদিল্লি ঢাকার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী। আমরা অনেক বিষয়ে ভারতের উপর নির্ভরশীল। এবং ভারতও আমাদের থেকে বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণ করে। উভয় দেশই নিজেদের নিরাপত্তার চাহিদা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তাই দু'দেশেরই উচিত সুসম্পর্ক বজায় রেখে এগিয়ে চলা। আমরা আমাদের কোনও প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে এমন কিছু করব না যা তাদের কৌশলগত স্বার্থের বিপরীতে যায়। উভয় দেশকে একে অপরের স্বার্থের প্রতি যত্নশীল হতে হবে।

গত সপ্তাহে ধানমন্ডির ঘটনা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ছাত্র-জনতা নামধারী যেসব দুর্বৃত্ত সরকারি মদতে তাণ্ডব চালাচ্ছে, সেখানে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আত্মীয় তথা বর্তমান সেনাপ্রধানের এই মন্তব্য ইউনুস সরকার কীভাবে গ্রহণ করে সেটাই এখন দেখার।

জনগণনায় বিলম্বের জন্য খাদ্যসুরক্ষা আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ১৪ কোটি মানুষ

প্রতিবেদন: দেশের জনগণনায় বিলম্বের কারণে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন (এনএফএসএ)-এর যথাযথ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন প্রায় ১৪ কোটি মানুষ। উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এল বাজেটের তথ্যেই। মোদি জমানায় বারবার বিলম্বিত হচ্ছে জনগণনার কাজ। আর তার ফলে প্রাপ্য খাদ্যসুরক্ষা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ।

প্রসঙ্গত, ইউপিএ সরকারের চালু করা এনএফএসএ ছিল দেশের ১৪০ কোটি জনসংখ্যার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি উদ্যোগ। কোভিড-১৯ মহামারীর সময় লক্ষ লক্ষ মানুষকে ক্ষুধা থেকে রক্ষা করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার ভিত্তি তৈরি হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, এনএফএসএ-এর অধীনে ৭৫ শতাংশ গ্রামীণ জনসংখ্যা এবং ৫০ শতাংশ শহুরে জনসংখ্যা ভরতুকিযুক্ত খাদ্যশস্য পাওয়ার অধিকারী। অথচ সুবিধাভোগীদের জন্য কোটা এখনও ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, যা এক দশকেরও বেশি পুরনো। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, জনগণনা চার বছরেরও বেশি সময় ধরে বিলম্বিত হয়েছে। মূলত ২০২১ সালের জন্য নির্ধারিত জনগণনা কবে হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। জনগণনা নিয়ে গড়িমসি করছে কেন্দ্র। ১ ফেব্রুয়ারি উপস্থাপিত ২০২৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে জনগণনার খাতে মাত্র ৫৭৪.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে চলতি বছর এটি সম্পন্ন হবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম। ডিসেম্বর ২০১৯ সালে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২১ সালে জনগণনা পরিচালনার প্রস্তাব অনুমোদন করেছিল ৮,৭৫৪.২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার (এনপিআর) আপডেট করার জন্য ৩,৯৪১.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে। জনগণনা পরিচালনায় বিলম্বের কারণে ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান প্রকাশ বিলম্বিত হয়েছে এবং নয়টি মন্ত্রণালয় তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারেনি, যা নীতি নির্ধারণকে প্রভাবিত করছে এবং উন্নয়নের পরিকল্পনায় স্বচ্ছতাকে দুর্বল করছে।

অধিবেশনে যোগ দিতে প্যারোল পেলেন কাশ্মীরের জেলবন্দি সাংসদ রশিদ

প্রতিবেদন: দিল্লি হাইকোর্ট সোমবার জম্মু-কাশ্মীরের বারামুলার সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার রশিদকে ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংসদের চলমান বাজেট অধিবেশনে অংশ নেওয়ার জন্য কাস্টডি প্যারোল মঞ্জুর করেছে। রশিদ বর্তমানে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ইউএপিএ)-এর অধীনে সন্ত্রাসে অর্থ দেওয়ার মামলায় জেলে আছেন। বিচারপতি বিকাশ মহাজন কঠোর বিধিনিষেধ সাপেক্ষে সাংসদের কাস্টডি প্যারোল মঞ্জুর করেছেন।

আদালত নির্দেশ দিয়েছে, সাংসদ রশিদ কোনও ফোন, মোবাইল, ল্যান্ডলাইন ব্যবহার করতে পারবেন না, ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস পাবেন না এবং কোনও ব্যক্তি বা মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবেন না। এর আগে, জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) আদালত রশিদের জামিনের আবেদন শুনে রিজার্ভ করেছিল, মামলাটি ছেড়ে দিয়েছিল এই বলে যে শুধুমাত্র একটি মনোনীত এমপি-এমএলএ আদালতই এই মামলা শুনতে পারে। কোন আদালতে জামিনের আবেদন করা যাবে, এনআইএ আদালত নাকি এমপি-এমএলএ আদালত, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। অবশেষে দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে স্বল্পকালীন প্যারোল পেলেন জেলবন্দি সাংসদ।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চাপে বিজেপি

প্রতিবেদন: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদের যোগ্য দাবিদার নিয়ে বিজেপির অন্দরে প্রবল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। নতুন নির্বাচিত বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে অনেকেই প্রভাবশালী। এদের মধ্যে যাদের প্রভাব সব থেকে বেশি, তারাই মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি পেতে শীর্ষমহলে দরবার শুরু করেছেন। এর মধ্যে আছেন দিল্লি বিজেপির প্রাক্তন দুই সভাপতি বিজেন্দ্র গুপ্তা এবং সতীশ উপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়ে আছেন নতুন দিল্লি আসনে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে পরাজিত করা পরবেশ ভার্মা। এসবের বাইরে নাম ভেসে আসছে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের মেয়ে আইনজীবী-সাংসদ বাসুরি স্বরাজের। মুখ্যমন্ত্রিত্বের দৌড়ে নাম আছে বিত্তশালী পাঞ্জাবি মনজিন্দর সিং সিরসা ও প্রাক্তন আপ নেতা কপিল মিশ্রের।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রশংসা করলেন রাজ্যপাল

(প্রথম পাতার পর)

লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৪-'২৫ সালে তা ১৮.১৫ লক্ষ কোটি টাকার সুবিশাল অঙ্ক স্পর্শ করেছে। রাজ্যের নিজস্ব কর সংগ্রহের পরিমাণ ২১,১২৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৮৯,৯৮৬ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের কথা তুলে ধরে রাজ্যপাল জানান, ওই সম্মেলন অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০টি দেশের অংশগ্রহণ ছাড়াও দেশের ও বিদেশের শিল্প ও বাণিজ্য জগতের বহু রথী-মহারথী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। সম্মেলনে আসার প্রস্তাব রূপায়িত হলে রাজ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়াও বাংলার যুবসম্প্রদায়ের জন্য অনেক বেশি কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রের সহায়তা না পাওয়ার ফলে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া আবাস যোজনা ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের কাজে সবার প্রথমে থাকার বিষয়টিকে উল্লেখ করে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের আর্থিক অনুদানের বিষয়টি ও বঞ্চনার কথাও উল্লেখ করেন। রাজ্যপাল বলেন, দুয়ারে সরকার সারা বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম সরকারি পরিষেবা প্রদানকারী প্রকল্প। কৃষিক্ষেত্রে বাংলা শস্য ফলনের ঘনত্বে দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা। দেশের প্রধান রাজ্যগুলোর মধ্যে এই রাজ্য দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। রাজ্য সরকারের কাছে সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল নারী ক্ষমতায়ন। তাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর মতো বিভিন্ন কর্মপ্রকল্পগুলির কথা উল্লেখ করে রাজ্যপাল জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দরিদ্র ব্যক্তি, মা-শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে উচ্চমানের চিকিৎসা দেওয়ার বিষয়টি সামনে এনে রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলেন, বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শিখর স্পর্শ করছে রাজ্য। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের বিষয়টিকে উল্লেখ করে তাঁর উক্তি, বর্তমানে রাজ্যের নয় কোটি মানুষ এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন এবং সূচনার পর থেকে মোট ৮৫.৭৫ লক্ষ উপকারভোগী এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১১,০৯৮.৪৬ কোটি টাকা মূল্যের পরিষেবা লাভ করেছেন।

সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য ইঙ্গিত নামে একটি উদ্ভাবনী টেলিমেডিসিন পরিষেবায়। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ১৩ বছরে ১১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-সহ রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা ১২ থেকে বেড়ে ৪২ হয়েছে, কলেজের সংখ্যা মোট ৫১৮টি এবং রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পে সমস্ত ছাত্রীর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যের শিল্পোদ্যোগের এবং উপযুক্ত বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

রাজ্যপাল জানিয়েছেন, দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোগপতিদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। রাজ্যপাল এদিন বলেন, আর্থিক অপ্রতুলতা এবং কেন্দ্রীয় বরাদ্দ না পাওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকার গ্রামীণ যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান ও আবাসন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি থেকে পিছু হটেনি। নিজস্ব তহবিল থেকে কর্মশ্রী ও বাংলার বাড়ি প্রকল্প চালু রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নজির সৃষ্টি করেছে।

ছাব্বিশেও বিরাট জয়

(প্রথম পাতার পর)

কল্যাণের জন্য প্রায় ৯২টি সরকারি প্রকল্প চালু করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এতে উপকৃত হয়েছেন কয়েক কোটি মানুষ। দুয়ারে সরকার, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, সবুজসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, কেন্দ্রের বঞ্চনার পাল্টা প্রতিবাদ হিসেবে বাংলার বাড়ি, ১০০ দিনের কাজের টাকা— সবই দিচ্ছে রাজ্য সরকার। বাংলাকে ভাতে মারার জন্য বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্ব যেভাবে দিল্লিতে দরবার করেছে এবং সেকথা শুনে দিল্লি টাকা বন্ধ করেছে। তাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন তৃণমূল নেত্রী। পাল্টা জবাবে রাজ্য সরকার এবং দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির বিরুদ্ধে এককাট্টা সংগ্রামে ব্রতী হয়েছে। আগামী দিনেও সেই সংগ্রাম জারি থাকবে। রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পে যাতে কোনও ছেদ না পড়ে রাজ্য সরকারের ভাঁড়ারের টান সত্ত্বেও সেদিকে নজর রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শেষ কতকগুলি নির্বাচনে বিজেপিকে পরপর হারিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে সব ভোট করানোর পরেও এখানে দাঁত ফোটাতে পারেনি বিজেপি ও বাকি দলগুলি। বাংলার মানুষ তৃণমূলের সঙ্গেই আছে, তাদের ঘরের মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই ছিল, আছে, থাকবে। বাংলার মানুষের এই সীমাহীন ভালবাসা ও প্রবল আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে বিধানসভায় বৈঠকে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাকেশ শর্মার ৪০ বছর পরে ফের মহাকাশে পাড়ি দিতে চলেছেন কোনও ভারতীয়। ইলন মাস্কের সংস্থা স্পেস এক্স-এর তৈরি মহাকাশযানে চেপে আগামী বসন্তেই আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে পৌঁছবেন ইসরোর মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা

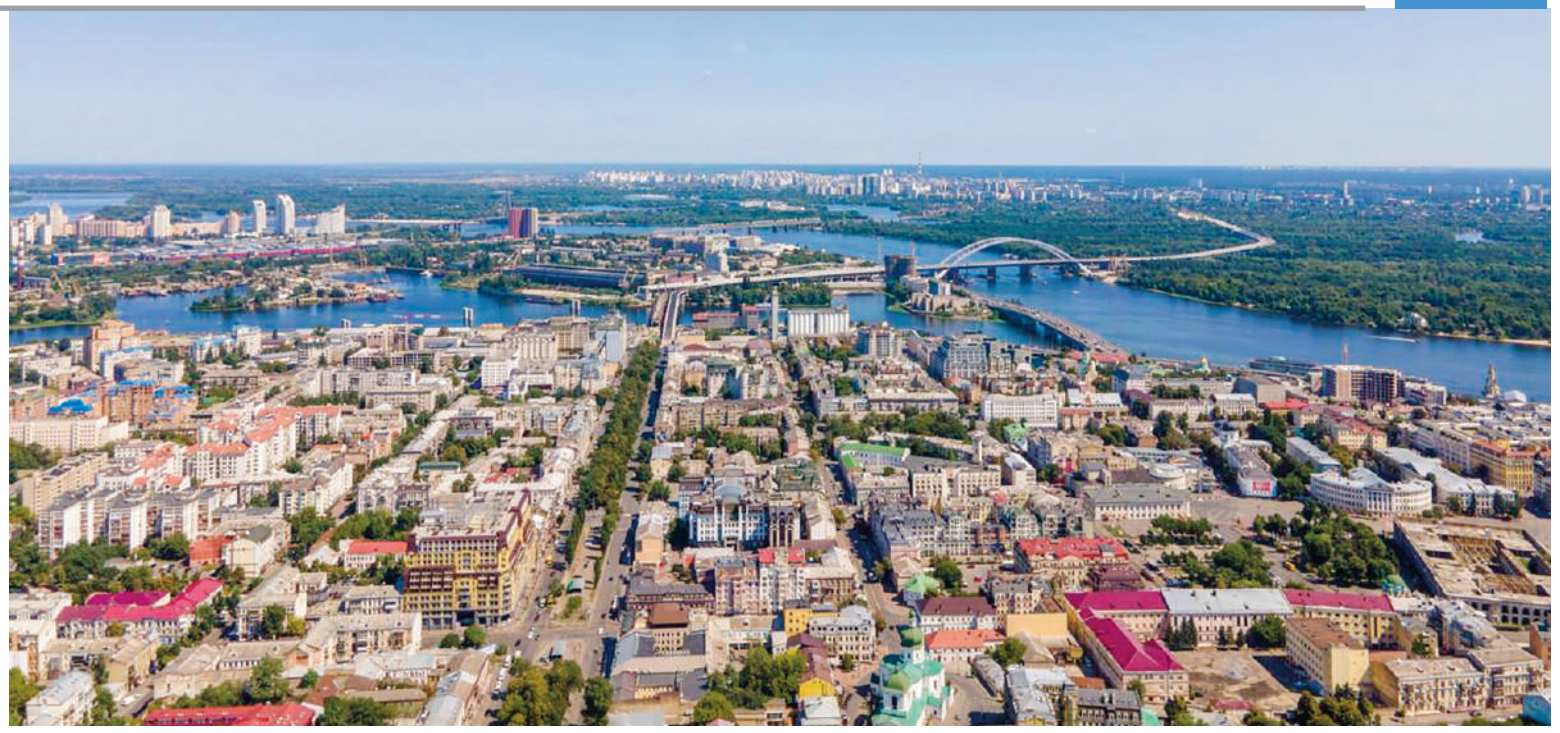

জলবায়ুর পরিবর্তনে গায়ের শীত

জাঁকিয়ে শীতের আনন্দ উপভোগ করার সুযোগই দিল না এ-বছরের অনিয়মিত আবহাওয়া। কখনও মাঝারি শীত আবার কখনও বেশ গরম— আবহাওয়ার এমন তুর্কিনাচনে শীতের মজাটাই মাটি। জলবায়ুর এই ব্যাপক পরিবর্তন শুরুর কারণ কী? বিস্তারিত আলোচনায় বিশিষ্ট আবহাওয়াবিদ **রামকৃষ্ণ দত্ত**

এ-বছরের ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে শীতের অনুভূতিই বলে দিচ্ছে পরিবেশ বা জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যে বর্তমান আবহাওয়ার সার্বিক পরিস্থিতিতে সামান্য শীতের আমেজ ফিরেছে। কিন্তু দিবালোক দীর্ঘায়িত হয়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার স্থায়িত্ব বেশি হওয়াতে এই ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে বাংলায় শীতের প্রভাব কার্যত থাকবে না বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদেরা। পরিবেশ তথা জলবায়ুর পরিবর্তন যে এর জন্য দায়ী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পরিবেশের অংশ

পৃথিবীর জটিল পরিবেশ এবং জলবায়ু যা একে অপরের সঙ্গে সর্বদা সমন্বয় রেখে চলে, তাদের মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১) বায়ুমণ্ডল যা পৃথিবীর উপরিভাগের বায়ুস্তর।

২) পৃথিবী-বেষ্ঠিত জলরাশি যা পৃথিবীর উপরিভাগের দুই তৃতীয়াংশ।

৩) পৃথিবীর দুই মেরুপ্রান্তে থাকা বিশাল বরফরাশি।

৪) পৃথিবীর বাকি অংশের মাটি বা পাথুরে অংশ (লিথোস্ফিয়ার) এবং

৫) সম্পূর্ণ প্রাণিজগৎ বা জীবজগৎ।

পরিবেশের পরিবর্তন : এই পাঁচটি বিভাগের যে কোনও একটিতে কোনও ঘাটতি হলে তা সময়ের সাপেক্ষে অন্যগুলির উপরেও সরল অথবা জটিলভাবে প্রভাব বিস্তার করবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আর এই ঘাটতি তৈরিতে তাপের মতো শক্তিশালী বা সমকক্ষ আর কেউ নেই।

এই পৃথিবীর জলবায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য তিনটি অংশ দায়ী।

১) পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন ও তাপমাত্রার ৬০০০ ডিগ্রি পর্যন্ত বিভাজন।

২) পৃথিবীর দিকে আসা সূর্যের তাপপ্রবাহ এবং

৩) জলবায়ুর উপরিলিখিত নিজের পাঁচটি অংশের অবিরত, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের সৌজন্যে এক থেকে অন্যত্র অনুপ্রবেশ বা রূপান্তরের প্রবণতা।

পৃথিবীর গঠন ও প্রভাব

পৃথিবীর অভ্যন্তর নানা রকম স্তরে গঠিত। প্রতিটি স্তরের তাপমাত্রা, অবস্থা আলাদা। একদম কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গলিত তরল অবস্থায় আছে। কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে পৃথিবীর ভেতরের তাপ যথাক্রমে আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের সঙ্গে পৃথিবীর ওপরে চলে আসে এবং সমুদ্র বা জলবায়ুর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং বায়ুমণ্ডলের ওপর স্বল্পমেয়াদি থেকে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুত দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চলের কাছে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এরই উদহারণ। এই ঘটনায় ওই অঞ্চলের সমুদ্রের নিচের অংশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য নানারকম প্রোটিনসমৃদ্ধ জীবজগৎ সমুদ্র সমতলে ভেসে ওঠে এবং আহার হিসাবে সংগ্রহ করা হয়। এই ঘটনাকে এলনিনো বা ক্রাইস্ট-চাইল্ড বলা হয়। ২ থেকে ৮ বছর বাদে-বাদে পুনরাবৃত্তি হয়। এই ঘটনায় সমগ্র সমুদ্রের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে শূন্য দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যায়। আবার যখন এর বিপরীত ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ সমুদ্রের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে শূন্য দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যায়, তখন তাকে লা-নীনা বলে। দক্ষিণ গোলার্ধের এলনিনোপ্রসূত তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বায়ুমণ্ডলের উপর বাষ্পায়নের প্রভাবকে এলনিনো সাউদার্ন অসিলেশন বা এনসো বলে।

তাপ পরিবহণ

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গরম থেকে ঠান্ডা জায়গায় তাপ পরিবহণের জন্য নানা ধরনের উলম্ব ঘূর্ণন গতি আছে। যেমন বিষুব অঞ্চল থেকে মেরু প্রান্তে তাপ পরিবহণের পদ্ধতি হিসাবে আছে হেডলি সেল, ফেরারেল সেল এবং পোলার সেল। এগুলিকে মেরিডিওনাল সার্কুলেশন বলে। তেমনি বিষুবরেখা বরাবর তাপপ্রবাহের জন্য উলম্ব ঘূর্ণন গতিকে ওয়াকার্স সার্কুলেশন বা জোনাল সার্কুলেশন বলে। এলনিনো, লা নিনা, এনসো ইত্যাদি ঘটনার জন্য উলম্ব তাপগতির সমস্ত মেরিওডিওনাল ও জোনাল সার্কুলেশন বা ওয়াকার সার্কুলেশন বিঘ্নিত হয়। অর্থাৎ যে জায়গায় বায়ুর ঊর্ধ্বমুখী গতি হওয়ার কথা, সেখানে বায়ুর নিম্নমুখী গতি হয় অথবা এর বিপরীত হয়। আর যেখানে বায়ুর ঊর্ধ্বমুখী গতি সেখানে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হবে এবং বৃষ্টিপাত-সহ নানা ঘটনা ঘটবে। কিন্তু যেখানে বায়ুর নিম্নমুখী গতি সেখানে বায়ুর উচ্চচাপ অঞ্চল তৈরি হবে এবং ফলস্বরূপ খরা হওয়ার সম্ভবনা। এই সমস্ত ঘটনার প্রভাবে জায়গা বিশেষে খরা, বন্যা-সহ অপরিণত মনসুন, ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, বৃষ্টি ও নানাবিধ প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। পেরু অঞ্চলের এই ঘটনা ভারতীয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ও শীতকালীন উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর ওপর প্রভাব পড়ে। নানা কারণে গ্লোবাল ওয়ার্মিং তাপ, বায়ু এবং সমুদ্রজলের গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সুদূরপ্রসারী এই প্রভাবকে মিটিওরোলজিকাল টেলিকম্যুনিকেশন বলা হয়।

বায়ুমণ্ডলে প্রভাব

গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য উল্লিখিত ওই দুই তাপপ্রবাহের সার্কুলেশন বিঘ্নিত হয়ে ভারতীয় উত্তর-পশ্চিম মৌসুমিবায়ুর সিনোপটিক অবস্থান পরিবর্তন হয়। যার জন্য এ-বছর একটিও পশ্চিমি ঝঞ্ঝা তৈরি হয়নি। আবার তিব্বতের ওপর শুষ্ক বাতাসের পরিবর্তে উপগ্রহচিত্রে প্রচুর আর্দ্রতা-সহ মেঘের স্থায়িত্ব বেড়ে গেছে। এই সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে চিরচারিত বায়ুর গতি সাধারণত উত্তর বা উত্তর-পূর্বমুখী হয়। পথে হিমালয় পাহাড়ের গা বেয়ে আর্দ্র বাতাস এ-পারে এসে শুষ্ক ও গরম হাওয়ায় পরিণত হয়। শুষ্ক বায়ু ও আর্দ্র বায়ুর ঊর্ধ্বমুখী ল্যাপ্স রেট-এর তারতম্যের জন্য এটা হয়। অর্থাৎ হিমালয় পাহাড় সংলগ্ন গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র উৎস থেকে ঠান্ডা হওয়ার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত গরম হাওয়া আসছে। এইরকম কারণে বিগত কয়েক বছর ধরে শীতের প্রভাব কমের দিকে।

প্রতিকার

পৃথিবীর বয়স আনুমানিক ৫,০০০০০০,০০০ বৎসর। যদি আমরা পরিবেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সুশৃঙ্খল জীবন যাপন না করি তবে আর ৫০০ বছরের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবী বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে যাবে। গাছ পরিবেশ রক্ষার প্রথম সৈনিক। ভারতে জনপ্রতি গাছের সংখ্যা ২৮, আর কানাডাতে জনপ্রতি গাছের সংখ্যা ১০,১৬৩। সুতরাং আমাদের আর কালবিলম্ব করা একদম উচিত নয়। 'গাছ বাঁচাও গাছ লাগাও'। গাছের প্রাণ আছে, গাছ প্রাণ দিতেও পারে। শহরের ঘনবসতিপূর্ণ ফ্ল্যাট জীবনযাপনে সীমাবদ্ধতা আনতেই হবে। প্রয়োজনে আরও পরিবেশ ও কৃষিজীবীবান্ধব নতুন নতুন শহরের প্রণয়ন করতে হবে।

১৪
১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মঙ্গলবার

মাঠে ময়দানে

11 February, 2025 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গাড়ি রাখা নিয়ে বচসা। তার জেরে জাতীয় স্তরে পদক জেতা পাওয়ার লিফটার বংশকে গুলি করে হত্যা। হরিয়ানার সোনিপতের ঘটনা

আজ রিয়াল বনাম ম্যান সিটি

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

ম্যাঞ্চেস্টার, ১০ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফের প্রথম পর্বে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির মুখোমুখি হচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ। ঘরের মাঠে খেলা হলেও, স্বস্তিতে নেই পেপ গুয়ার্দিওলা। চলতি মরশুমে একেবারেই ছন্দে নেই ম্যান সিটি। প্রিমিয়ার লিগের খেতাবি দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছেন আর্লিং হালান্ডরা। ছিটকে গিয়েছেন এফএ কাপ থেকেও। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবারের ম্যাচটা গুয়ার্দিওলার কাছে অনেকটাই ডু অর ডাই।

এদিকে, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে রক্ষণ নিয়ে অস্বস্তিতে রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। দানি কারভাহাল ও এদের মিলিতাও চোটের জন্য আগেই মাঠের বাইরে ছিটকে গিয়েছেন। এবার নতুন করে চোট পেয়েছেন আন্তোনিও রুডিগার, লুকাস ভাসকেজ ও দাভিদ আলাবা। ফলে সিটি ম্যাচের আগে আনচেলোত্তির কপালে চিন্তার ভাঁজ।

তারকাখচিত ফরোয়ার্ড লাইন ভরসা রিয়ালের। কিলিয়ান এমবাপে, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, জুড বেলিংহ্যাম, রডরিগো— প্রত্যেকেই গোলের মধ্যে রয়েছেন। তবে এই চারজনকে একসঙ্গে মাঠে নামালে, দলের রক্ষণভাগের ফাঁকফোকর প্রকট হচ্ছে। যদিও রিয়াল কোচ আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেই জয় ছিনিয়ে নিতে চাইছেন।

অন্যদিকে, গুয়ার্দিওলা আবার ভরসা রাখছেন হালান্ডের উপর। তারকা স্ট্রাইকার মরশুমের মাঝামাঝি হঠাৎ করেই ফর্ম হারিয়ে বসেছিলেন। তবে ফের চেনা ছন্দে ফিরে শেষ আট ম্যাচে সাত-সাতটি গোল করেছেন হালান্ড। রিয়ালের রক্ষণের দুর্বলতার সুযোগ নিতে তাই হলান্ডই সেরা বাজি গুয়ার্দিওলার। সঙ্গে ফিল ফোডেন, কেভিন ডি'ব্রুইন, বের্নার্দো সিলভারা তো রয়েইছেন। সব মিলিয়ে দুর্দান্ত একটা ম্যাচের সাক্ষী থাকতে চলেছেন ফুটবলপ্রেমীরা।

ম্যাঞ্চেস্টারে আজ মহাম্যাচে মুখোমুখি এমবাপে ও হালান্ড।

শনিবার রোহিতরা দুবাই পৌঁছবেন

মুম্বই, ১০ ফেব্রুয়ারি : বুধবার ইংল্যান্ডের সঙ্গে শেষ একদিনের ম্যাচ খেলে তিন দিনের মধ্যে ভারতীয় দল দুবাই উড়ে যাবে। জানা গিয়েছে, শনিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যাচ্ছেন রোহিত শর্মারা।

এবারের টুর্নামেন্টের আয়োজক পাকিস্তান। সেখানে যে তিনটি ভেনুতে খেলা হবে সেগুলি হল, লাহোর, করাচি ও রাওয়ালপিন্ডি। কিন্তু ভারতীয় দল পাকিস্তানে কোনও ম্যাচ খেলবে না। হাইব্রিড মডেল অনুসারে রোহিতরা সব ম্যাচ খেলবেন দুবাইয়ে। ভারত ফাইনালে উঠলেও খেলা হবে মরু শহরেই। টুর্নামেন্টে ভারতের প্রথম ম্যাচ ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সঙ্গে। পরের ম্যাচ ২৩ ফেব্রুয়ারি। প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। তার পরের ম্যাচ নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ২ মার্চ।

প্রথম ম্যাচের পাঁচ দিন আগে দুবাই গেলেও সেখানে কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে না ভারত। যে কোনও আইসিসি ইভেন্টে একটা-দুটো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সুযোগ থাকে। কিন্তু ভারত কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে না। কারণ হিসাবে যেটা উঠে আসছে, দুবাইয়ের উইকেট ও পরিবেশ রোহিতদের অচেনা নয়। তাঁরা সেখানে অনেক ম্যাচ খেলেছেন। তার উপর ইংল্যান্ড সিরিজের মধ্যে থাকায় আর সময় বের করা যায়নি। রোহিতরা যেহেতু খেলার মধ্যেই আছেন, তাই আলাদা করে প্রস্তুতি ম্যাচের কথা ভাবাও হয়নি।

দুবাই যাত্রার আগে ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে প্রেস কনফারেন্স করা হবে বলে খবর। তাতে রোহিতের সঙ্গে থাকতে পারেন কোচ গৌতম গম্ভীর। জসপ্রীত বুমরাকে নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। তবে শোনা যাচ্ছে তিনি দলের সঙ্গে যাবেন। বুমরা বর্তমানে এনসিএ-তে রয়েছেন। তাঁকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাথমিক দলে রাখা হয়েছিল। বুমরাকে হয়তো পরের দিকের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলিতে খেলানো হবে।

বছরের প্রথম ট্রফি আলকারেজের

অভিনন্দন নাদালের

রটারডাম, ১০ ফেব্রুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছিল। কার্লোস আলকারেজের সেই আক্ষেপ সামান্য মিটল। রটারডাম ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে নতুন বছরে প্রথম ট্রফির স্বাদ পেলেন ২১ বছর বয়সি স্প্যানিশ তারকা। আলকারেজের বাড়তি পাওনা, কিংবদন্তি রাফায়েল নাদালের অভিনন্দন। উত্তরসূরিকে রাফার বার্তা, ''বছরের প্রথম ট্রফি জেতার জন্য অভিনন্দন। আরও অনেকগুলোর অপেক্ষায় রইলাম।'' টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাই আলকারেজ ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ডি' মিনেউরের। তিন সেটের তুল্যমূল্য লড়াইয়ের পর, ৬-৪, ৩-৬, ৬-২ ব্যবধানে বাজিমাত করেন আলকারেজ। ম্যাচ জিততে ১ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট সময় নেন তিনি। প্রসঙ্গত, টুর্নামেন্টের ৫২ বছরের ইতিহাসে প্রথম স্প্যানিশ হিসাবে চ্যাম্পিয়ন হয়ে নজির গড়েছেন আলকারেজ। ট্রফি হাতে স্প্যানিশ তারকা বলেছেন, ''সব মিলিয়ে অসাধারণ একটা সপ্তাহ কাটালাম।''

লিভারপুলের বিদায়, শুরুতে নেমেও ব্যর্থ হলেন নেইমার

লন্ডন ও স্যান্টোস, ১০ ফেব্রুয়ারি : প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও দারুণ ছন্দে। অথচ সেই লিভারপুল কিনা এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেল! তাও আবার ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ডিভিশনের দল প্লিমাউথ আগাইলের কাছে হেরে!

চলতি মরশুমে একেবারেই ভাল ফর্মে নেই প্লিমাউথ। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ডিভিশনে ২৪ দলের মধ্যে পয়েন্টের বিচারে তলানিতে রয়েছে তারা। কোনও অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে অবনমন নিশ্চিত। সেই প্লিমাউথ ১-০ গোলে তারকাখচিত লিভারপুলকে হারিয়ে বড় চমক দিয়েছে। ম্যাচের ৫৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে প্লিমাউথের জয়সূচক গোলটি করেন রায়ান হার্ডি। পিছিয়ে পড়ে গোল শোধের জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছিল লিভারপুল। কিন্তু প্লিমাউথের তিন কাঠির নীচে দুর্ভেদ্য ছিলেন গোলকিপার কনর হ্যাজার্ড। লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট জয়ের ব্যাপারে এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, এই ম্যাচে মহম্মদ সালাহ, ভার্জিল ভ্যান ডায়েক ও কোডি গাকপোকে বিশ্রাম দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই সিদ্ধান্ত বুমেরাং হয়ে ফিরে এল।

হারের পর বিধ্বস্ত লিভারপুলের ফুটবলাররা।

এদিকে, ৪৮১ দিন পর প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়ে হতাশ করলেন নেইমার দ্য সিলভা। স্যান্টোসের জার্সিতে আগের ম্যাচে পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নেমে সেরা হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে শুরু থেকে খেলেও জাত চেনাতে ব্যর্থ ব্রাজিলীয় তারকা। তাঁকে শেষ পর্যন্ত ৭৫ মিনিটে তুলে নিতে বাধ্য হন কোচ। নভোরিজোন্তিনোর বিরুদ্ধে ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত গোলশূন্য ড্র করেছে স্যান্টোস।

১০ জনে খেলে বড় জয় বার্সার

বার্সেলোনা, ১০ ফেব্রুয়ারি : লা লিগায় সেভিয়াকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলা শুরু করল বার্সেলোনা। ২৩ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে এখনও শীর্ষে রিয়াল। সমান ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অ্যাটলেটিকো। এদিনের জয়ের পর ২৩ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে বার্সা। ফলে খেতাবি লড়াই দারুণ জমে উঠেছে।

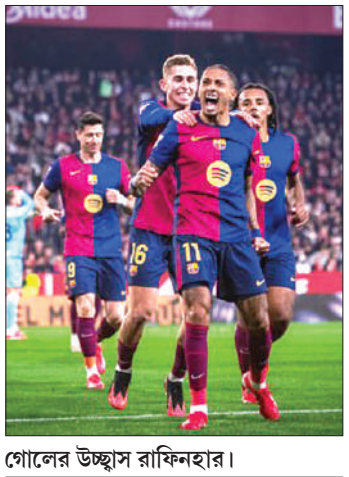

গোলের উচ্ছ্বাস রাফিনহার।

বিপক্ষের মাঠে ৭ মিনিটেই রবার্ট লেয়নডস্কির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বার্সেলোনা। কিন্তু মাত্র এক মিনিটের মধ্যেই রুবেন ভার্গাসের গোলে ১-১ করে দেয় সেভিয়া। প্রথমার্ধে আর কোনও গোল হয়নি। তবে বিরতির পর, বিপক্ষের উপর আরও তিন-তিনটি গোল চাপিয়ে দেয় বার্সেলোনা। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর এক মিনিটের মধ্যেই ফেরমিন লোপেজের গোলে ২-১। ৫৫ মিনিট ৩-১ করেন রাফিনহা। কিন্তু ৬২ মিনিটে ফেরমিন লোপেজ লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় ১০ জনে খেলতে হয়েছে বার্সাকে। যদিও তাতেও ম্যাচ জিততে কোনও সমস্যা হয়নি কাতালান জায়ান্টদের। বরং ৮৯ মিনিটে সেভিয়ার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন এরিক গার্সিয়া। ম্যাচের পর উচ্ছ্বসিত বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেন, ''ম্যারাথন লিগে কোনও ম্যাচই সহজ নয়। তাও আবার আজ আমাদের শেষ আধ ঘণ্টা ১০ জনে খেলতে হয়েছে। তবুও ফুটবলাররা যে পরিণতি বোধ দেখিয়েছে, তাতে আমি খুশি। পরের ম্যাচগুলোতেও এই ছন্দ আমাদের ধরে রাখতে হবে।''

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

11 February, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মঙ্গলবার

আইসিসি-র ক্রিকেট কমিটিতে রাহুল দ্রাবিড়কে রাখার দাবি সুনীল গাভাসকরের

শুরু প্রস্তুতি, রিহ্যাবে সাহাল ও আশিস

শনিবার কেরলকে হারালেই খেতাব প্রায় মুঠোয় মোলিনাদের

প্রতিবেদন : চারদিনের ছুটি কাটিয়ে সোমবার প্র্যাকটিসে ফিরল মোহনবাগান। শনিবার কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ। এদিন থেকেই সেই ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন জোসে মোলিনা। শেষ ম্যাচে চোট পাওয়া দুই ফুটবলার সাহাল আব্দুল সামাদ ও আশিস রাই সোমবার রিহ্যাব করেছেন। বাকিদের নিয়েই প্র্যাকটিস সারেন মোলিনা।

২০ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ-শিল্ড জয়ের পথে এক পা বাড়িয়ে রয়েছেন জেসন কামিন্সরা। হাতে রয়েছে এখনও চারটি ম্যাচ। সবক'টি ম্যাচ জিতলে, ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করবে মোহনবাগান। আইএসএলের ইতিহাসে এর আগে কোনও দল এত পয়েন্টে পৌঁছতে পারেনি। তবে পরের দুটো ম্যাচ জিতলেই ৫২ পয়েন্ট ঝুলিতে নিয়ে লিগ-শিল্ড জয় কার্যত নিশ্চিত সবুজ-মেরুনের। সেক্ষেত্রে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ওড়িশার বিরুদ্ধে যুবভারতীর ম্যাচটাই হতে পারে শুভাশিস বোসদের টানা দ্বিতীয়বার ভারতসেরা হওয়ার মঞ্চ।

১৯ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এফসি গোয়া। বাকি পাঁচটি ম্যাচ জিতলে, সর্বোচ্চ ৫১ পয়েন্ট পেতে পারে গোয়া। তিনে থাকা জামশেদপুরের পয়েন্ট ১৯ ম্যাচে ৩৪। শেষ পাঁচ ম্যাচ জিতলে সর্বোচ্চ ৪৯ পয়েন্টে পৌঁছতে পারে তারা। বাকিরা তো আরও পিছিয়ে। ফলে লিগ-শিল্ড জয়ের জন্য বাগানের ম্যাজিক ফিগার ৫২। অর্থাৎ, কেরল এবং ওড়িশাকে হারাতে পারলেই লিগ-শিল্ড ট্রফি শোভা পাবে সবুজ-মেরুন ক্লাব তাঁবুতে।

ছুটি কাটিয়ে আবার প্র্যাকটিস শুরু মোহনবাগান ফুটবলারদের। সোমবার।

তবে আরও আগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতে পারে মোহনবাগান। সেক্ষেত্রে শর্ত হল, বুধবার মুম্বইয়ের কাছে গোয়াকে এবং বৃহস্পতিবার নর্থ-ইস্টের বিরুদ্ধে জামশেদপুরকে হারতে হবে। তাহলে শনিবার কেরলকে হারালেই ফের ভারতসেরার মুকুট পেয়ে যাবেন শুভাশিসরা। মোহনবাগান কোচ অবশ্য এতদূর ভাবতে রাজি নন। সোমবার প্র্যাকটিসের আগে মোলিনা ফুটবলারদের বলেছেন, ''চারদিন বিশ্রাম পেয়েছ। এবার কেরল ম্যাচে পুরো ফোকাস কর। সব কিছু আমাদের হাতে রয়েছে। আপাতত লক্ষ্য কেরল ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট পাওয়া।''

সূর্য, রাহানের ব্যাটে বড় লিড মুম্বইয়ের

প্রতিবেদন : ইডেনে রঞ্জি কোয়ার্টার ফাইনালের তৃতীয় দিনের শেষে মুম্বই বেশ ভাল জায়গায়। আপাতত তারা ২৯২ রানে এগিয়ে আছে। খেলার এখনও দু'দিন বাকি।

চতুর্থ উইকেটে সূর্যকুমার যাদব ও অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে মিলে ১২৯ রান যোগ করে মুম্বইকে ভাল জায়গায় নিয়ে যান। কিন্তু সূর্য ৭০ রানে অনুজ ঠাকরালকে নিজের উইকেট দিয়ে আসেন। এরপর রাহানে ও শিবম দুবে মিলে দিনের বাকি ৫৫ মিনিট পার করে দেন। রাহানে ৮৮ ও শিবম ৩০ রানে নট আউট রয়েছেন। এছাড়া মুম্বই ইনিংসে ৪৩ রান করেছেন সিদেশ লাদ। মুম্বইয়ের রান ২৭৮-৪।

ইডেনে রাহানে-সূর্য। সোমবার।

প্রথম দফায় মুম্বই ৩১৫ রান করার পর দ্বিতীয় দিনের শেষে হরিয়ানার নাম ছিল ২৬৩-৫। এদিন তারা ৩৮ রানের মধ্যে বাকি ৫ উইকেট হারিয়েছে। তাদের ৩০১ রানে মুড়িয়ে দিতে সবথেকে বড় ভূমিকা নেন অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর। তিনি ৫৮ রানে ৬টি উইকেট নিয়েছেন। ২টি করে উইকেট নিয়েছেন তনুশ কোটিয়ান ও সামস মুলানি।

মুম্বইয়ের ইনিংসে সূর্য এদিন ৮৬ বলে এই রান করেন। ৮টি চার ও ২টি ওভার বাউন্ডারি রয়েছে তাঁর ইনিংসে। ইংল্যান্ডের বিকুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে রান পাননি সূর্য। এই হাফ সেঞ্চুরি তাঁকে স্বস্তি দেবে। রাহানের অপরাজিত ৮৮ রানে বাউন্ডারি রয়েছে ১০টি। হরিয়ানার বোলারদের মধ্যে ২টি উইকেট নিয়েছেন অনুজ ঠাকরাল।

রঞ্জির বাকি তিন কোয়ার্টার ফাইনালের মধ্যে এদিন কেরলের বিরুদ্ধে জম্মু ও কাশ্মীর ৩ উইকেটে ১৮০ রান করেছে। প্রথম দফায় তাদের রান ছিল ২৮০। কেরল প্রথম ইনিংসে করেছে ২৮১। অন্য ম্যাচে গুজরাট ৫১১ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করার পর সৌরাষ্ট্রের রান ৩৩-০। প্রথম ইনিংসে তারা করেছিল ২১৬ রান। ফলে সৌরাষ্ট্র এখন ইনিংস হারের সামনে। এছাড়া তামিলনাড়ুকে প্রথম ইনিংসে ২২৫ রানে শেষ করে দেওয়ার পর বিদর্ভ দ্বিতীয় ইনিংসে তুলেছে ১৬৯-৫। প্রথম ইনিংসে তারা তুলেছিল ৩৫৩ রান।

ডার্বি আবার বাগানের

প্রতিবেদন : আরও একটা ডার্বি। আরও একটা জয়। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে জেতাটা যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে মোহনবাগান। সোমবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভলপমেন্ট লিগের জোনাল গ্রুপ পর্বে ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারিয়েছে মোহনবাগান। এই নিয়ে চলতি মরশুমে বয়সভিত্তিক থেকে আইএসএল, মোট ১২টি ডার্বির মধ্যে ৯টিতেই জিতল সবুজ-মেরুন। প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ার পর, ৫৯ মিনিটে মোহনবাগানের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন টংসিন। ৬৪ মিনিটে পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। যদিও রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু সেই পেনাল্টি বাইরে মারেন জোসেফ জাস্টিন। প্রথমার্ধেও ইস্টবেঙ্গলের একটি শট বারে লেগেছে। তবে গোটা ম্যাচে দাপট দেখিয়েছে মোহনবাগানই।

লিগে ফের জট

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল বনাম ডায়মন্ড হারবার এফসির ম্যাচের ভেনু বদল করল আইএফএ। আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি নৈহাটি স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। যদিও সোমবার আইএফএ-এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, নৈহাটির বদলে ওই ম্যাচ হবে কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে। সময় এবং তারিখ একই থাকবে। যদিও ডায়মন্ড হারবার সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তাদের পক্ষে ১৩ তারিখে খেলা সম্ভব নয়। কারণ ১৪ তারিখে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভলপমেন্ট লিগের ম্যাচ এবং ১৬ তারিখে আই লিগ টু-র ম্যাচ রয়েছে।

ডায়মন্ড হারবার এফসি-র সহ-সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন জানিয়েছেন, ''আমাদের পক্ষে ১৩ তারিখ খেলা সম্ভব নয়। কারণ ১৪ তারিখ রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভলপমেন্ট লিগের ম্যাচ রয়েছে। যেখানে আমাদের মূল দলেরও কিছু ফুটবলার খেলে। এছাড়া ১৬ তারিখ আই লিগ টু-র ম্যাচ। ১৩ তারিখ ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ হলে ফুটবলাররা পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাবে না। ১১ বা ১২ তারিখে ম্যাচ হলে আমরা খেলার জন্য তৈরি।''

যদিও ডায়মন্ড হারবারের এই যুক্তি মানতে রাজি নয় আইএফএ। সংস্থার পক্ষ থেকে সাফ জানানো হয়েছে, এই ম্যাচের তারিখ আর পিছোনো সম্ভব নয়। আইএফএ-এর বক্তব্য, রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভলপমেন্ট লিগের ম্যাচের জন্য ডায়মন্ড হারবারের আলাদা দল রয়েছে। আর আই লিগ টু-র ম্যাচ কলকাতা লিগের ম্যাচের ৭২ ঘণ্টা পর। ফলে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

টিটিতে জোড়া সোনা বাংলার

প্রতিবেদন : উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত ৩৮তম জাতীয় গেমসে সোমবার টেবল টেনিসে জোড়া সোনা জিতল বাংলা। প্রথমে মেয়েদের দলগত বিভাগে সোনা জেতার পর, ছেলেদের দলগত বিভাগেও সোনা জিতে নেয় বাংলা। রবিবারই মৌমা দাস, ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়দের নিয়ে গড়া বাংলার মহিলা দল সেমিফাইনালে উঠেছিল। এদিন সেমিফাইনালে তামিলনাড়ুকে হারানোর পর, ফাইনালে মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে সোনা জিতে নেন বাংলার মেয়েরা। অন্যদিকে, ছেলেরাও গতকাল সেমিফাইনালে উঠে পদক নিশ্চিত করেছিলেন। এদিন সেমিফাইনালে তামিলনাড়ুকে হারানোর পর, ফাইনালে মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে সোনা জিতে নেয় আকাশ পাল, অনির্বাণ ঘোষ সৌরভ সাহা, অনিকেত সেন চৌধুরি ও রোহিত ভঞ্জদের নিয়ে গড়া বাংলা দল।

ব্রিটজের নজিরের ম্যাচে নায়ক কেন

লাহোর, ১০ ফেব্রুয়ারি : অভিষেক একদিনের ম্যাচেই বিশ্বরেকর্ড গড়লেন দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাথু ব্রিটজ! সোমবার লাহোরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫০ রান করে তিনি ভেঙে দিলেন ডেসমন্ড হেইন্সের ৪৬ বছরের পুরনো রেকর্ড। এতদিন একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচে সর্বোচ্চ রান করার নজির ছিল প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান ওপেনারের দখলে। ১৯৭৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৪৮ রান করেছিলেন হেইন্স। যা এদিন টপকে গেলেন ব্রিটজ। অথচ এই ম্যাচে তাঁর খেলার কথাই ছিল না। ঘরোয়া টি-২০ লিগে খেলার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকজন ক্রিকেটার ম্যাচের আগে পাকিস্তানে পৌঁছতে পারেননি। আর সেই সুযোগে মাঠে নেমেই চমকে দিলেন প্রোটিয়া ওপেনার।

সেঞ্চুরির পর ব্রিটজ।

তবে ব্রিটজের নজিরের দিনে নায়ক বনে গেলেন কেন উইলিয়ামসন। ব্রিটজের দেড়শোর সুবাদে প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ৩০৪ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু উইলিয়ামসনের ১১৩ বলে ১৩৩ রানের অপরাজিত ইনিংসের সুবাদে ৪৮.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ৩০৮ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় নিউজিল্যান্ড। এদিন অতিরিক্ত হিসাবে মাত্র দু'জন ক্রিকেটারের নাম দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। নিউজিল্যান্ডের ৬ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর, একজন ফিল্ডারের দরকার হয়। কিন্তু দু'জন অতিরিক্ত ফিল্ডার আগেই মাঠে নেমে পড়াতে, বাধ্য হয়ে ফিল্ডিং কোচ ওয়ান্ডিল গাভু মাঠে নামেন।

মাঠে ময়দানে

11 February, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রোহিত যেভাবে খেলেছে, তাতে এটাই বোঝা গেল যে, বাজ বলই ক্রিকেটের রাস্তা : বাটলার

রঞ্জি খেলার ফল পাচ্ছি : জাদেজা

কটক, ১০ ফেব্রুয়ারি : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি একদিনের সিরিজে বল হাতে দুর্দান্ত ছন্দে রবীন্দ্র জাদেজা। দু'ম্যাচে তাঁর শিকার ছয় উইকেট। আর এর জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলাকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন অভিজ্ঞ স্পিনার অলরাউন্ডার।

অস্ট্রেলিয়া সফরে খুব একটা ভাল বল করতে পারেননি জাদেজা। দেশের ফেরার পর, জাতীয় দলের অনেক তারকার মতো জাদেজাও রঞ্জি ট্রফিতে নেমে পড়েছিলেন নিজের রাজ্য সৌরাষ্ট্রের হয়ে। দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচে দু'ইনিংস মিলিয়ে ১২ উইকেটও ঝুলিতে পুরেছিলেন। জাদেজার বক্তব্য, ''ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে উপকৃত হয়েছি। রঞ্জিতে বেশ কিছু ওভার বল করেছিলাম। সেটা এই সিরিজে বাড়তি সাহায্য করেছে। প্রায় দু'বছর পর একদিনের ক্রিকেট খেলছি। রঞ্জিতে যে লাইন ও লেংথে বল করেছি, সেটা এই সিরিজেও বজায় রেখেছি। আর তা কাজেও দিচ্ছে।''

এদিকে, দীর্ঘদিন পর কটকে রানে ফিরেছেন রোহিত শর্মা। জাদেজা জানাচ্ছেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে রোহিতের সেঞ্চুরি গোটা দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। তাঁর বক্তব্য, ''কখনও কখনও পরিস্থিতি বদলানোর জন্য একটা ইনিংসই যথেষ্ট হয়। সেটা রোহিত করেছে। সবথেকে বড় কথা, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঠিক আগে ও চেনা ফর্মে ফিরেছে। এটা শুধু ওর জন্যই নয়, গোটা দলের জন্য ইতিবাচক দিক। কারণ রোহিত ফর্মে থাকলে, দল লাভবান হবে।'' জাদেজা আরও বলেছেন, ''রোহিতের ফর্ম নিয়ে ড্রেসিংরুমে কোনও টেনশন ছিল না। ওর ব্যাটিং দেখে কি বোঝা গিয়েছে, শেষ কয়েকটা ম্যাচে রান পায়নি?'' জসপ্রীত বুমরার ফিটনেস নিয়ে জাদেজা বলেন, ''এটা পুরোপুরি মেডিক্যাল টিমের ব্যাপার। বুমরাকে ওরাই দেখছে। আশা করি, বুমরা দ্রুত ফিট হয়ে যাবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও খেলবে।''

নিজের কাছে পরিষ্কার, বাকিটা মাথায় নিই না

কটক, ১০ ফেব্রুয়ারি : কেউ অনেক বছর খেললে আর অনেক রান করে ফেললে সেটা অবশ্যই বিশেষ একটা ব্যাপার। আমি নিজে অনেক বছর খেলছি। তাই জানি দল আমার কাছে কী চায়। আমিও জানি আমাকে কী করতে হবে। কটকে ৩২তম সেঞ্চুরির পর বললেন রোহিত শর্মা।

রানে ছিলেন না অনেকদিন। হিসাব বলছে ৩৩৯ দিন পর রান পেলেন হিটম্যান। এই সময়ে সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে নিয়ে মিম হয়েছে। তাঁকে অবসরের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তনদের কেউ কেউ রোহিতের অবসরের সময়সীমা পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছিলেন। কটকে সেঞ্চুরির পর অভিমানী রোহিত কোনও উচ্ছ্বাস দেখাননি। এমনকী আউট হয়ে ফেরার পথে একবারও ব্যাট তোলেননি।

রোহিত পরে বলেছেন, আমি যেহেতু অনেকদিন খেলছি তাই জানি আমাকে কী করতে হবে। কিন্তু এটা আলাদা কিছু নয়। যা এতদিন করে এসেছি সেটাই করে যেতে হবে। একটা দুটো রান পেলাম আর আমার মানসিকতা বদলে গেল, ব্যাপারটা সেরকম নয়। আমার কাছে এটা আর একটা দিন অফিসে কাটানোর মতো। আমাদের শুধু নিজের কাজ করে যেতে হবে। ব্যাপারটা হল মাঠে নামো আর নিজের খেলা খেলে যাও। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় যেন এটা ভাবতে পারি যে আমি আমার কাজ করেছি। এটাই যথেষ্ট। এর বাইরে আর কিছু নেই।

এরপর রোহিত বলেছেন, খারাপ সময় এলেও ২২ গজে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। কখনও সেটা পারি, আবার কখনও পারি না। যতক্ষণ আমি নিজের কাছে পরিষ্কার, বাইরে কে কী বলল সেটা মাথায় রাখি না। আমার একটাই নীতি, খেলা উপভোগ কর। বাকি কিছু খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।

রানে ফিরে রোহিত

> আমি যেহেতু অনেকদিন খেলছি তাই জানি আমাকে কী করতে হবে। কিন্তু এটা আলাদা কিছু নয়। যা এতদিন করে এসেছি সেটাই করে যেতে হবে। একটা দুটো রান পেলাম আর আমার মানসিকতা বদলে গেল, ব্যাপারটা সেরকম নয়। আমার কাছে এটা আর একটা দিন অফিসে কাটানোর মতো।

সানিদের সঙ্গে বসুক বিরাট : রণতুঙ্গা

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : ফর্মে ফেরার জন্য বিরাট কোহলির উচিত প্রাক্তনদের সঙ্গে কথা বলা। বিশেষ করে যখন হাতের কাছেই সুনীল গাভাসকর, রাহুল দ্রাবিড়, দিলীপ বেঙ্গসরকরদের মতো কিংবদন্তি ব্যাটাররা রয়েছেন। এমনটাই জানালেন অর্জুন রণতুঙ্গা।

কটক রানে ফিরিয়েছে রোহিত শর্মাকে। কিন্তু বিরাট ফের ব্যর্থ। রবিবার মাত্র পাঁচ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। অথচ ক্রিজে এসেই চার মেরে খাতা খুলেছিলেন বিরাট। কিন্তু আদিল রশিদের অফস্টাম্পের বাইরের বল কভার ড্রাইভ মারতে গিয়ে উইকেটের পিছনে ক্যাচ দিয়ে আউট হন। বিশ্বকাপজয়ী শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক বলছেন, ''আমার মনে হয়, বিরাটের উচিত গাভাসকর, দ্রাবিড়, বেঙ্গসরকরদের সঙ্গে কথা বলা। এতে ও উপকৃত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।'' রণতুঙ্গা আরও বলেছেন, ''বিরাট চ্যাম্পিয়ন ব্যাটার। তবে অনেক দিন হয়ে গেল ওর ব্যাটে বড় রান আসেনি। তাই সানি-দ্রাবিড়দের মতো কিংবদন্তিদের সঙ্গে আলোচনা করলে আখেরে ও-ই লাভবান হবে।'' তাঁর সংযোজন, ''একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিরাট ও রোহিত শর্মা দু'জনেই রান করবে। বিরাটের ক্ষেত্রে বলতে পারি, শুধু একটা বড় ইনিংসের অপেক্ষা। তাহলেই চেনা ফর্মের বিরাটকে সবাই দেখতে পাবে।'' যাঁকে নিয়ে এত কথা রণতুঙ্গা বলেছেন, সেই বিরাট চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে আর মাত্র একটি ম্যাচ হাতে পাচ্ছেন। বুধবার আমেদাবাদে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে বিরাটের ফর্মে ফেরার শেষ সুযোগ।

ঘরের মাঠে পাকিস্তান কিন্তু ভয়ঙ্কর : শাস্ত্রী

দুবাই, ১০ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তান বড় চমক দিতে পারে। আইসিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দাবি রবি শাস্ত্রী ও রিকি পন্টিংয়ের। শাস্ত্রীর বক্তব্য, ''ঘরের মাঠে খেলার চাপ থাকবেই। সেটা ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ বা পাকিস্তান যে দেশের হোক না কেন। মানুষের প্রত্যাশা সব সময়ই আকাশছোঁয়া থাকে। তবে পাকিস্তান গত ৬-৮ মাসে সাদা বলের ক্রিকেটে খুব ভাল পারফরম্যান্স করেছে। বিশেষ করে, দক্ষিণ আফ্রিকাতে গিয়ে।'' তাঁর সংযোজন, ''ওপেনার সাইম আয়ুবকে চোটের জন্য পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাবে না। সাইম দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তবে পাক ব্যাটিংয়ে যথেষ্ট গভীরতা রয়েছে। তাছাড়া ঘরের মাঠে পাকিস্তান কিন্তু বরাবরই ভয়ঙ্কর। তাই ওদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে দেখছি। আর যদি মহম্মদ রিজওয়ানরা শেষ চারে উঠতে পারে, তাহলে আরও দ্বিগুণ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে।'' প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক পন্টিংও পাকিস্তানকে হালকা ভাবে নিতে রাজি নন। তিনি বলছেন, ''আমি শাস্ত্রীর সঙ্গে একমত। সাইম আয়ুব কোয়ালিটি প্লেয়ার। ওর অভাব মেটানো কঠিন। কিন্তু পাকিস্তানের ফাস্ট বোলিং লাইন-আপ দুর্দান্ত।''

রিহ্যাব শুরু, বুমরাকে নিয়ে অপেক্ষা

বেঙ্গালুরু, ১০ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব শুরু করলেন জসপ্রীত বুমরা। বোর্ডের চিকিৎসকরা মনে করছেন, এই মুহূর্তে বুমরার অস্ত্রোপচারের কোনও প্রয়োজন নেই। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় জোরে বোলারের খেলার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। বিসিসিআইও বুমরাকে নিয়ে ধীরে চলো নীতি নিয়েছে। তাঁকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলানোর জন্য আইসিসি-র নিয়মের ফাঁককে কাজে লাগাতে চাইছেন বোর্ড কর্তারা।

বিসিসিআই সূত্রের খবর, এনসিএ-তে হালকা প্র্যাকটিস শুরু করেছেন বুমরা। ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি নেটে বলও করেছেন। যদিও শরীরের উপর সম্পূর্ণ জোর দিচ্ছেন না। বুমরার মেডিক্যাল রিপোর্ট পাওয়ার পর, ভারতীয় বোর্ডও মনে করছে, অস্ত্রোপচার ছাড়াই বুমরার ফিট

হয়ে ওঠার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। এক বোর্ড কর্তা জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বুমরাকে খেলানোর জন্য অঙ্ক কষাও শুরু হয়ে গিয়েছে। ২০২৩ একদিনের বিশ্বকাপে যেভাবে হার্দিক পান্ডিয়া ও শুভমন গিলকে খেলানো হয়েছিল, সেই একই পথে বুমরার ক্ষেত্রে এগোতে চাইছে বিসিসিআই।

এদিকে, ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত দল জানিয়ে দিতে হবে। যদিও চোটের কারণে কোনও ক্রিকেটার বাদ পড়লে, তাঁর পরিবর্ত যে কোনও সময় নেওয়া যাবে। আর এই নিয়মকেই কাজে লাগাতে চান বোর্ড কর্তারা। টুর্নামেন্ট শুরুর হতে এখনও ৯ দিন বাকি।

ওই বোর্ড কর্তার বক্তব্য, ''যদি বুমরা খেলার ১ শতাংশও সম্ভাবনা থাকে, তাহলে বোর্ড অপেক্ষা করবে। একদিনের বিশ্বকাপে চোট পাওয়া হার্দিকের পরিবর্ত হিসাবে প্রসিধ কৃষ্ণর নাম ঘোষণা করার আগে দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করা হয়েছিল। এমনকী, বিশ্বকাপের আগে শুভমন যখন অসুস্থ হয়, তখনও ওর বিকল্প ঘোষণা করা হয়নি। বুমরার ক্ষেত্রেও একই পন্থা নেওয়া হয়েছে। যদি বুমরা একান্তই খেলতে না পারে, তাহলে টেকনিক্যাল কমিটির কাছে আবেদন করে ওর পরিবর্ত নেওয়ার সুযোগ আমাদের কাছে থাকছে।''